RNI No. 71057/96

Bengali fortnightly newspaper

www.facebook.com/purbottar
www.purbottar.in

পূর্বোত্তর

১৯৯৬ সন থেকে প্রকাশিত

বিজ্ঞপ্তি

আপনাদের গল্প, কবিতা, মৌলিক রচনা আমাদের contact@purbottar.in -এ ই-মেইল অথবা, 7547930235 নাম্বারে হোয়াটস্ অ্যাপ করুন।

বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন- 9775273453

বিজ্ঞপ্তি

আপনাদের গল্প, কবিতা, মৌলিক রচনা আমাদের contact@purbottar.in -এ ই-মেইল অথবা, 7547930235 নাম্বারে হোয়াটস্ অ্যাপ করুন।

বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন- 9775273453

বর্ষ: ২৮, সংখ্যা: ১৬, কোচবিহার, শুক্রবার, ৯ আগস্ট - ২২ আগস্ট, ২০২৪, পৃষ্ঠা সংখ্যা: ৮

Vol: 28, Issue: 16, Cooch Behar, Friday, 9 August - 22 August, 2024, Pages: 8, **Rs. 3**

বিচার বিভাগীয় তদন্তের দাবি বিমানের

নিজস্ব সংবাদদাতা, কোচবিহার: আরজিকর হাসপাতালে ধর্ষণ করে চিকিৎসককে খুনের ঘটনায় রাজ্য সরকারের বিরুদ্ধে তোপ দাগলেন বামফ্রন্টের চেয়ারম্যান বিমান বসু। ১২ আগস্ট একাধিক অনুষ্ঠানে যোগ দিতে কোচবিহারে এসেছিলেন বিমান বসু। অনুষ্ঠানে যোগ দেওয়ার আগে সিপিএমের কোচবিহার জেলা পার্টি অফিসে সাংবাদিক বৈঠক করেন তিনি। সেখানেই রাজ্য সরকারের কড়া সমালোচনা করেন। সেই সঙ্গেই আরজিকরের ঘটনা নিয়ে বিচার বিভাগীয় তদন্তের দাবিও করেন তিনি। তাঁর সঙ্গে ছিলেন আরেক সিপিএম নেতা সৃজন চক্রবর্তী, সিপিএমের কোচবিহার জেলা সম্পাদক অনন্ত রায়। সাংবাদিক বৈঠক করে বিমান বলেন, "আরজিকর মেডিক্যাল কলেজে যা ঘটেছে তা ভারতের কোথাও এমন নাম করা মেডিক্যাল কলেজে অতীতে ঘটেনি। এমন একজনকে গ্রেফতার করা হয়েছে যার সঙ্গে আরজি করের কোন সম্পর্ক নেই। অথচ সর্বত্র তার অবাধ যাতায়াত। সশস্ত্র পুলিশের ক্যাম্পে সে থাকত। পুলিশেরই বাইক নিয়ে ঘোরাফেরা করত। একজন সিভিক ভলেনটিয়ারের এত ক্ষমতা হতে পারে না। তার মাথার উপরে কোনও প্রভাবশালীর হাত রয়েছে। সেই হাত খুঁজে বের করা দরকার। সে জন্যই বিচার বিভাগীয় তদন্তের প্রয়োজন। তাহলে মূলে পৌঁছানো সম্ভব হবে।" তিনি অভিযোগ করেন, ওই ঘটনা প্রথমত আত্মহত্যা বলে চালানোর চেষ্টা করে পুলিশ ও হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ। মৃতার বাড়িতে তেমনই তথ্য জানানো হয়। আবার মৃত চিকিৎসকের বাড়িতে গিয়ে তা টাকাপয়সা দিয়ে মিটিয়ে নেওয়ার জন্য চাপ দেওয়া হয়। তিনি বলেন, "বিচার বিভাগীয় তদন্তের মাধ্যমে ওই ঘটনার মূলে যাওয়া প্রয়োজন। সেই সঙ্গে অপরাধীদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দেওয়া প্রয়োজন।" মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এদিন ওই চিকিৎসকের বাড়িতে যান। সে প্রসঙ্গে বিমান বলেন, "মুখ্যমন্ত্রী গিয়েছেন ভালো। মুখ্যমন্ত্রী সেখানে গিয়ে জানতে পারবেন তাঁর লোকেরা পয়সা দিয়ে বিষয়টির নিষ্পত্তি করতে চেয়েছিল। সেখান থেকেই তিনি তা জানতে পারবেন।" ওই ঘটনা নিয়ে জুনিয়র ডাক্তারদের আন্দোলনে অনেক জায়গায় সাধারণ মানুষ ভুক্তভোগী হচ্ছে বলে অভিযোগ উঠেছে। তা নিয়ে বিমান বলেন, "সমস্যা তো হবেই। কিন্তু সিনিয়র চিকিৎসকরা তা রয়েছেন। আসলে এতবড় একটি ঘটনা তা নিয়ে সাধারণ ছাত্র-ছাত্রীদের তো রাগ থাকবেই।" এদিন সম্মিলিত বাস্তুহারা পরিষদের মিটিংয়ে যোগ দেন বিমান। ওই সংগঠনের ৭৫ তম প্রতিষ্ঠা দিবস উপলক্ষ্যে কোচবিহারের নেতাজি ইন্ডোর স্টেডিয়াম বর্ষব্যাপী অনুষ্ঠানের শুভ সূচনা হয়। সেখানে বিমান বসুর পাশাপাশি সংগঠনের রাজ্য সম্পাদক মধু দত্ত উপস্থিত ছিলেন। শহীদবাগে খাদ্য আন্দোলনের শহীদবেদীতে মাল্যদানের মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠানে সমাপ্তি হয়। বর্ষব্যাপী অনুষ্ঠান চলবে।

আরজিকরের ঘটনার প্রতিবাদে এবার বনধের ডাক

নিজস্ব সংবাদদাতা, কোচবিহার: আরজিকর ইস্যুতে এবারে রাজ্য জুড়ে সাধারণ ধর্মঘটের ডাক দিল এসইউসিআই। শুক্রবার বারো ঘন্টার ধর্মঘটের ডাক দিয়েছে ওই সংগঠন। ঘোষণার পরেই তা সফল করতে কোচবিহারে মাইকিং শুরু করা হয়েছে। সংগঠনের পক্ষেজানানো হয়েছে, আরজিকর হাসপাতালে ১৪ অগাস্ট রাতে ১২ টার পর দুষ্কৃতী তাণ্ডবের প্রতিবাদে ১৬ অগাস্ট এসইউসিআই(সি)'র তরফে বারো ঘন্টার সাধারণ ধর্মঘট পালন করার আহ্বান জানানো হয়েছে। আরজিকর মেডিকেল কলেজে একজন মহিলা জুনিয়র ডাক্তারের যৌন নিগ্রহ ও হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদে পশ্চিমবঙ্গ তো বটেই, ভারতবর্ষ জুড়ে আন্দোলন শুরু হয়েছে। ১৪ অগাস্ট রাতে রাজ্য জুড়ে হাজার হাজার মহিলা মধ্যরাতে রাস্তায় নেমে প্রতিবাদ আন্দোলনে সামিল হয়েছেন। এমন পরিস্থিতিতে ওই দিন রাতে প্রচুর দুষ্কৃতী আরজিকর মেডিক্যাল কলেজের ভেতরে ঢুকে ব্যাপক ভাঙচুর করে। অভিযোগ, অবস্থানরত ডাক্তারদের ধর্ণা মঞ্চ ভেঙে দেওয়া হয়। ছাত্র-ছাত্রীদের উপরে নির্বিচার হামলা চালায়। শুধু তাই নয়, হাসপাতালের বিভিন্ন ওয়ার্ডে ঢুকে ভাঙচুর করে। ১৫ অগাস্ট হামলার প্রতিবাদে ধিক্কার জানিয়ে সর্বত্র কালো ব্যাজ ধারণ এবং দলমত নির্বিশেষে পশ্চিমবঙ্গবাসীকে তাদের নিজ নিজ কর্মক্ষেত্রে ১৬ অগাস্ট ১২ ঘন্টা সাধারণ ধর্মঘট সফল করার আহ্বান জানানো হয়েছে।

কোচবিহার বড়দেবী পুজো

নিজস্ব সংবাদদাতা, কোচবিহার: বাঙালির সবচেয়ে বড় উৎসব দুর্গা পুজোর ঢাকে কাঠি পড়ল কোচবিহারে। মঙ্গলবার কোচবিহারে গুঞ্জবাড়িতে ডাঙরাই মন্দিরে যুপচ্ছেদন পুজোর মধ্য দিয়ে দুর্গা পুজোর ঢাকে কাঠি পড়ল। এদিন মন্দিরে ময়না কাঠ অর্থাৎ যুপের পুজো করা হয়। পুজোর পর এই ময়নাকাঠের উপরই তৈরি হবে বড়দেবীর মূর্তি। গত পাঁচশো বছরের বেশি সময় ধরেই ওই প্রথা চলে আসছে কোচবিহারে। এখনও সেই প্রথা মেনে পুজো হয় সেখানে। কোচবিহারের রাজাদের আমল থেকেই দুর্গাপুজোর সময় বড়দেবী পুজো হয়ে আসছে। বড়দেবীর প্রতিমা তৈরিতে আট ফুট লম্বা ময়নাকাঠের প্রয়োজন হয়। শ্রাবণ মাসের শুক্লাষ্টমী তিথিতে ময়না কাঠের পুজো হয়। শোভাযাত্রা সহকারে ওই ময়না কাঠ নিয়ে যাওয়া হয় কোচবিহারের মদনমোহন মন্দির চত্বরে কাঠামিয়া মন্দিরে। সেখানে একমাস পুজো হওয়ার পর রাধা অষ্টমী তিথিতে ময়না কাঠ নিয়ে যাওয়া হয় দেবী বাড়ির মন্দিরে। সেখানে ময়না কাঠের ওপরেই তৈরি হয় বড়দেবীর মূর্তি। দেবী এখানে রক্তবর্ণা। দুর্গার পাশে লক্ষ্মী, গণেশ, সরস্বতী ও কার্তিক থাকলেও বড়দেবীর পাশে থাকেন জয়া ও বিজয়া। মহালয়ার পর প্রতিপদ থেকে ঘট বসিয়ে পুজো শুরু হয়। পুজো চলে দশমী পর্যন্ত। আগে নরবলির প্রচলন থাকলেও বর্তমানে অষ্টমী তিথিতে মোষ বলি হয়। এছাড়া প্রতিদিনই পাঠা, কবুতর বলির প্রথা রয়েছে। প্রথা মেনে শুক্রবার সেই ময়না কাঠ পুজো করা হয়। পুজো মানেই আনন্দ-উল্লাস। আর দুই মাস। তার অপেক্ষায় এখন বসে সবাই। কোচবিহারে বড় দেবীর পুজো মানেই আবেগ। যুগের পর যুগ ধরে এমনই এক পুজো হয়ে আসছে কোচবিহারে। একসময় মহারাজা এই পুজোর আয়োজন করতেন। এখন দেবোত্তর ট্রাষ্ট। কোচবিহারের সেই প্রাচীন পুজো বড়দেবীর পুজো। মা দুর্গা এখানে বড়দেবী রূপেই পূজিত হন। চারদিন ধরে তাকে ঘিরে চলে নানা আয়োজন। ঠিক কতবছর আগে এই পুজো শুরু হয়েছিল? কেমন ছিল সেই সময়ের পুজো? তা নিয়ে বহু মত রয়েছে। চলছে অনেক গবেষণাও। কোচবিহারে পুজোর যে ইতিহাস পাওয়া যায় তাতে পাঁচশো বছরের আগে মহারাজা ওই পুজোর আয়োজন করেছিলেন। তা নিয়ে অনেক কিছুই কথিত রয়েছে। কিছু কিছু তথ্য ছাপার অক্ষরেও পাওয়া যায়। সেই সময় যে নিয়ম-নিষ্ঠার সঙ্গে পুজো শুরু করেছিলেন মহারাজা তার কোনও হেরফের হয়নি আজও। একটু দেখে নেওয়া যাক। বড় দেবীর পুজোর শুরু পঞ্চদশ শতকের শেষে (মতান্তরে ষোড়শ শতকের প্রারম্ভে) মহারাজা বিশ্বসিংহ ওই পুজো প্রথম শুরু করেন। ময়না গাছের ডালকে শক্তি গোঁজ বা দেবী ভগবতী কল্পনা করে পুজো করেন তিনি। পরে আনুমানিক ১৫৬২ সালে মহারাজা নরনারায়ণের স্বপ্নে দেখা দেবীর রূপের মূর্তি তৈরি করে পুজো শুরু হয়। আবার রাজোপাখ্যান গ্রন্থে কোচবিহারে ওই পুজোর সূচনার বিষয়ে উল্লেখ রয়েছে। সেখানে উল্লেখ রয়েছে, বিশ্বসিংহের যখন মাত্র নয় বছর বয়স তখন তিনি ভাই, বন্ধুদের নিয়ে খেলাচ্ছলে শুকনো বাঁশের লাঠি ও ময়না কাঠের ডাল একসঙ্গে পুঁতে দেবী ভগবতী কল্পনায় পুজো করেন। সঙ্গীদের কেউ কেউ নৃত্য ও গানও করেন। পুজোয় সন্তুষ্ট হওয়ায় বিশু অর্থাৎ বিশ্বসিংহ স্বপ্নে দেবীর আশীর্বাদ লাভ করেন। ওই ঘটনাকেই অনেকে কোচবিহারের প্রথম দুর্গাপুজো বলে আখ্যায়িত করেন। মহারাজা জিতেন্দ্র নারায়ণের আমলে আনুমানিক ১৯১৫ সালে দেবীবাড়িতে পাকা মন্দির তৈরি করে পুজো শুরু হয়। তার আগে সেখানে অস্থায়ীভাবে পুজো করা হত। রাজ আমলের প্রাচীন এই পুজোয় নিয়ম মেনে আট ফুট লম্বা ময়না গাছের ডাল কেটে তা দেবী রুপে পূজিত করা হয়। তারপর তা শক্তিদন্ড হিসেবে কাঠামোয় বসিয়ে তৈরি করা হয় বড়দেবীর প্রতিমা। বড়দেবী এখানে রক্তবর্না। দেবীর একদিকে সাদা সিংহ, অন্যদিকে বাঘ রয়েছে। দুইপাশে কার্তিক, গণেশ কিংবা লক্ষী সরস্বতীর বদলে আছে জয়া-বিজয়া। জনশ্রুতি রয়েছে, মহারাজা নরনারায়ণের স্বপ্নে দেখা দেবীরূপ প্রতিমায় ফুটে উঠেছে। একসময় কোচবিহারের প্রত্যন্ত এলাকা থেকে প্রায় ১১ ফুট লম্বা ওই কাঠ সংগ্রহ করা হত। কয়েক বছর আগে অবশ্য মদনমোহন মন্দির চত্বরের ফাঁকা জায়গায় একাধিক গাছ লাগান হয়। মন্দির চত্বরে সেইসব গাছের ডালও একাধিকবার দেবী প্রতিমার শক্তিদন্ড তৈরির কাজে ব্যবহার করা হয়েছে। যুপচ্ছেদন পুজোর মাধ্যমে বড়দেবী পুজোর আরাধনা শুরু হয়। গুঞ্জবাড়ির একটি মন্দিরে ময়না কাঠের ডালের ওপর দেবীর মুখাবয়ব বসিয়ে পুজো শুরু করা হয়। তারপর একমাস ধরে সেটিকে মদনমোহন মন্দিরে নিত্যপুজো দেওয়া হয়। পরে দেবীবাড়ি মন্দিরে প্রতিমা তৈরির কাঠামোর ওপর ওই কাঠটিকে শক্তিদন্ড হিসেবে বসিয়ে ধর্মপাঠ পুজো করা হয়। পুজো উপলক্ষে মদনমোহন মন্দির থেকে রুপোর তৈরি হনুমান দন্ড বাদ্যযন্ত্র দেবীবাড়ি মন্দিরে পৌঁছায়। পুজোর আগে ডাবের জল, ধানের জল, গঙ্গার জল, কাঁচা হলুদ, দই, ঘি, মধু, কর্পূর নানা উপকরণে ময়না কাঠের মহাস্নান করানো হয়। ধর্মপাঠ পুজোর পর দুদিন 'শক্তিদন্ড' খোলামেলা অবস্থায় রাখা হয়। যা 'হাওয়া খাওয়া' নামে পরিচিত। তারপর শুরু হয় প্রতিমা গড়ার কাজ। পুজোর আগে পরিয়ে দেওয়া হয় সোনার গয়না। পাঁচশো বছরের ওই পুজো ঘিরে আরও গল্প রয়েছে। জনশ্রুতি রয়েছে, একসময় নরবলি হত পুজোয়। পরবর্তীতে প্রতীকি হিসেবে অষ্টমীর রাতে চালের গুড়ো দিয়ে পুতুল তৈরি করে দেবীর সামনে সেটি নররক্তে ভিজিয়ে বলির রীতি শুরু হয়। অষ্টমীর রাতে গুপ্তপুজোয় আঙুল চিরে রক্ত দেন কালজানির বাসিন্দা শিবেন রায়। বংশানুক্রমিকভাবে তিনিই ওই দায়িত্ব পালন করে আসছেন। তার রক্তে ভেজান পুতুলের প্রতীকি বলি হয় ওই পুজোর রাতে। বড়দেবীর পুজোয় পশু বলির রেওয়াজ রয়েছে। পুজোয় প্রতিপদ থেকে দশমী টানা বলি চলে। প্রতিপদে একটি পাঠা বলি দেওয়া হয়। সপ্তমীতেও বলি হয় একটি পাঠা। অষ্টমীর পুজোয় দুটি পাঠা বলি দেওয়া হয়। ওই দিন সন্ধ্যায় বলি দেওয়া হয় আরও দুটি পাঠা। একটি মোষ বলি দেওয়া হয়। একটি শূকর বলি দেওয়া হয়। নবমীতেও দুটি পাঠা বলি দেওয়া হয়। দশমীতে বলি দেওয়া হয় একটি শূকর। এছাড়াও ওই পুজোয় পায়রা, মাগুরমাছ, পাঠা, হাঁস বলির রীতিও মানা হয়ে থাকে। ভক্ত থেকে বাসিন্দারাও অনেকে পুজোয় পাঠা, হাঁস বলির জন্য উৎসর্গ করে থাকেন। অষ্টমীর দিন সকাল থেকে বলির জিনিস দিতে প্রচুর ভিড় হয় মন্দিরে। একসময় বিসর্জনের দিন অপরাজিতা পুজো হত। দশমীতে দেবী প্রতিমা বিসর্জনের পর খঞ্জনা পাখি আকাশে উড়িয়ে দেওয়া হত। অনেকের ধারণা, পাখির গতিবিধি দেখেই রাজ্যের ভাল-মন্দ, মঙ্গল-অমঙ্গলের পর্যালোচনা করতেন রাজ জ্যোতিষী। বড়দেবীর পুজো ঘিরে বসে মেলাও পুরোহিত জানিয়েছেন যুপচ্ছেদন পুজো দিয়ে বড়দেবী পুজো শুরু হয়। ময়না গাছ কেটে নিয়ে এসে এখানে বিশেষ পুজো করা হয়। পায়রা বলি এবং পরমান্ন ভোগ দিয়ে মায়ের পুজো হবে। পুজোটা প্রতিবছরই ডাঙরাই মন্দিরেই হয়। এরপর রাতে ময়না কাঠ নিয়ে যাওয়া হবে মদনমোহন মন্দিরে। সেখানে এক মাসব্যাপী পুজো চলবে। মাঝে কৃষ্ণা অষ্টমীতে গৃহ পুজো হবে দেবী বাড়িতে। দেবী পুজো হওয়ার পর ট্রলিতে স্থাপন হবে। এরপর তিন দিন হাওয়া খাওয়ানোর পর সেখানেই ট্রলির ওপর চিত্রকর খড় মাটি দিয়ে প্রতিমা তৈরির কাজ শুরু করবেন। রাজা না থাকলেও রাজ আমলের এই পুজো এখনও একই নিয়মশৃঙ্খলা মেনে করা হয়।

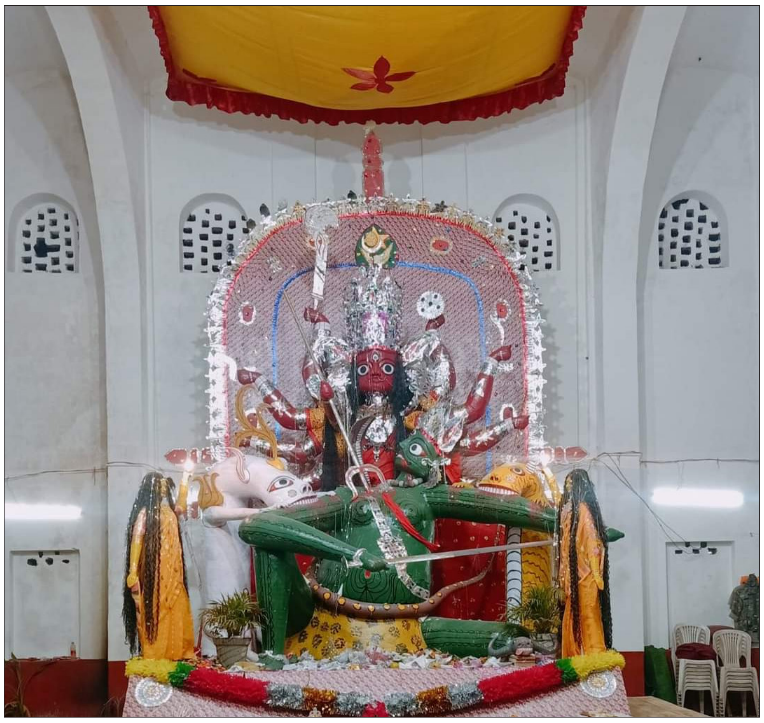

ভিনরাজ্যে আলু পাঠানোর অনুমতি চেয়ে পথ অবরোধে কৃষকরা

নিজস্ব সংবাদদাতা, কোচবিহার: ভিনরাজ্যে আলু পাঠানোর অনুমতি নিয়ে আন্দোলন চলছেই কোচবিহারে। ৫ আগস্ট সোমবার বেলা ১২ টা নাগাদ কোচবিহার শহর লাগোয়া খাগরাবাড়িতে জাতীয় সড়ক অবরোধ করেন কৃষকরা। প্রায় তিন ঘন্টা ধরে অবরোধ চলে। পরে পুলিশ ও প্রশাসনের কর্তাদের আশ্বাসে অবরোধ তুলে নেওয়া হয়। কৃষকদের দাবি, এখনও অধিকাংশ আলু হিমঘরে রয়েছে। পুজোর সময়ে বেশি মাত্রায় আলু বাজারে নামানো হয়। হিমঘরের আলু সময়মতো বিক্রি না হলে তা পচে যাওয়ার আশঙ্কা থাকে। প্রায় তিন ঘন্টা অবরোধ চলার পরে পুলিশ প্রশাসনের হস্তক্ষেপে অবরোধ তুলে নেওয়া হয়। এর মধ্যে আলু পাচার নিয়েও অভিযোগ অব্যাহত রয়েছে। অসম সীমানায় পাচারের পথে বেশ কিছু আলুর বস্তা আটক করে পুলিশ। কোচবিহার পুলিশের তরফে অবশ্য জানানো হয়েছে, অসম সীমানায় কড়া নজরদারি রয়েছে। কোচবিহার জেলা প্রশাসনের এক কর্তা বলেন, "আলু ভিনরাজ্যে না পাঠানোর সিদ্ধান্ত রাজ্য সরকার নিয়েছে। এই বিষয়ে আমরা নির্দেশ পালন করছি। তার বাইরে আমাদের করণীয় কিছু নেই। কৃষকদের দাবি ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে জানানো হয়েছে। সেখান থেকে যেরকম নির্দেশ থাকবে তেমন ভাবেই কাজ করব।" এদিন পথ অবরোধে সামিল হওয়া কৃষক আনোয়ার হোসেন বলেন, "আলু আমরা বিক্রি করতে পাচ্ছি না। কারণ ভিনরাজ্যে পাঠাতে না পারলে স্থানীয় বাজারে দাম পাব না। লোকসানে পড়তে হবে। ভিনরাজ্যে পাঠাতে না পারলে অনেক বড় ক্ষতি হয়ে যাবে।" আরেক কৃষক শ্যাম বর্মণ বলেন, "আলু বিক্রি করে সেই টাকা দিয়ে সংসার চালানোর পাশাপাশি পরের চাষও শুরু করি। এখন টাকা হাতে কমে এসেছে। কি করব বুঝতে পাচ্ছি না।" কৃষকদের দাবি, চাষের খরচ বেড়েছে। সারের কালোবাজারি জন্য চাষে খরচ বেশি হচ্ছে। সেই হিসেবে দাম না পেলে লোকসান হবে। কয়েকজন কৃষক বলেন, "অন্যবার তো আমাদের লোকসান হয়। এবারে একটু দাম পাচ্ছি। সে জন্য এমন কড়াকড়ি অবস্থা নিলে আমরা ভালো থাকবে কিভাবে?" আলুর পাইকারি ব্যবসায়ী মালেকুর রহমান বলেন, "এখনও পর্যন্ত ৩০ শতাংশের মতো আলু বিক্রি হয়েছে। বাকি ৭০ শতাংশ এখনও রয়েছে। ভিনরাজ্যে পাঠাতে না পারলে ওই আলু শেষপর্যন্ত বাইরে ফেলে দিতে হবে।"

কোচবিহারে রাতের দখল নিল মেয়েরা

নিজস্ব সংবাদদাতা, কোচবিহার: 'মেয়েরা রাত দখল করো'। আরজিকরের ঘটনার প্রতিবাদে রাত দখলের ডাক দেওয়া হয়েছিল। সন্ধ্যে থেকেই ভিড় এক-দু'জন করে জমা হতে শুরু করে। রাত বাড়তে শুরু করতেই ভিড় বাড়তে থাকে। ঘড়ির কাঁটা রাত এগারোটা পার হতেই হাজার হাজার মহিলা দখল করে নেয় রাতের রাস্তা। তাঁদের সঙ্গে পা মেলান পুরুষরাও। ১৪ অগাস্ট রাতে কোচবিহার সাগরদিঘি চত্বরে এমনই দৃশ্য দেখা গেল রাতে। সেই

মিছিল থেকে আরজিকরের ঘটনায় অভিযুক্তদের গ্রেফতারের দাবি ওঠে। শুধু তাই নয়, রাতে মহিলাদের নিরাপত্তা নিয়েও সরব হন আন্দোলনকারীরা। রাতে মহিলাদের নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করার দাবি ওঠে।

আন্দোলনে যোগ দেওয়া এক বৃদ্ধা বলেন, "ওই ঘটনা কিছুতেই মেনে নিতে পাচ্ছি না। রাতে ঘুম আসছে না। যারা এমন ঘটনার সঙ্গে জড়িত তাদের কড়া শাস্তির দাবি করছি।" আরেক গৃহবধূ বলেন, "আমার মেয়ে বাইরে পড়াশোনা করছে। কোন ভরসায় আমরা মেয়েকে বাইরে পাঠাব। মেয়েদের নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করবেন কে? কোনও ভাবেই মেনে নিতে পাচ্ছি না। তাই পা মিলিয়েছি সবার সঙ্গে।" রঞ্জন দাস নামে এক বাসিন্দা বলেন, "নৃশংস হত্যাকান্ড হয়েছে আরজিকরে। একজন মহিলা ডাক্তারকে তার কর্মস্থলে এভাবে খুন করা হল? তারপরেও অভিযুক্তদের গ্রেফতার করা হয়নি। এটা মেনে নেওয়া কঠিন।" শুধু কোচবিহার নয়, দিনহাটা, তুফানগঞ্জ, জামালদহ সহ একাধিক জায়গায় রাতের দখল নেন মেয়েরা। সেই সঙ্গে আরজিকরের ঘটনার প্রতিবাদে 'মেয়েরা রাত দখল করো' আন্দোলনের ডাক নিয়ে রাজনৈতিক চাপানউতোর শুরু হয়েছে কোচবিহারে। তৃণমূলের দাবি, ওই আন্দোলন পিছন থেকে হাইজ্যাক করার চেষ্টা করছে সিপিএম ও বিজেপি। শেষপর্যন্ত ওই আন্দোলন আর অরাজনৈতিক থাকবে কি না তা নিয়েও প্রশ্ন তুলেছেন তৃণমূল নেতৃত্ব। কোচবিহার জেলা শহর ছাড়াও দিনহাটা ও তুফানগঞ্জে ওই আন্দোলনের ডাক দেওয়া হয়। বুধবার রাত ১১ টায় আন্দোলনকারীদের সাগরদিঘি পাড়ে হাজির হওয়ায় আবেদন করা হয়েছে। দিনহাটাতেও ওই একসময়ে আন্দোলনের ডাক দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু ওই একই সময়ে রাজ্যের শাসক দলের স্বাধীনতা দিবসের কর্মসূচি থাকায় তা এগিয়ে আনা হয়। তৃণমূলের মন্ত্রী উদয়ন গুহ মঙ্গলবার ওই আন্দোলন নিয়ে কটাক্ষ করেছিলেন। এদিন তৃণমূলের মুখপাত্র পার্থপ্রতিম রায় ফেসবুকে প্রথমে লিখেছেন, "এই সুযোগে কাস্তেটাতে শান দিচ্ছেন না তো! লক্ষ্যটা যাতে লক্ষ্যভ্রষ্ট না হয় খেয়াল রাখবেন কমরেড।" পরে তিনি আবার লিখেছেন, "প্রতিবাদ হোক মিছিল হোক সকালে বিকেলে মধ্যরাতে। সমর্থন আছে আমারও। কিন্তু খবর আছে এই মিছিলের দখল নিচ্ছে সিপিএম আর বিজেপি। সতর্ক থাকুন, সজাক থাকুন। কড়া শাস্তি হোক আরজিকর কান্ডের।" সিপিএম ও বিজেপির দাবি, মানুষের স্বতঃস্ফূর্ততা দেখে ভয় পাচ্ছে শাসক দল। এদিন আরজিকরের ঘটনার প্রতিবাদে দোষীদের ফাঁসির শাস্তি এবং অবিলম্বে স্বাস্থ্যমন্ত্রীর পদত্যাগের দাবিতে শহরে বিক্ষোভ মিছিল করে এবিভিপি। সংগঠনের রাজ্য সম্পাদক শ্রী দীপু দে ওই মিছিলে ছিলেন। বিজেপির কোচবিহার জেলার সাধারণ সম্পাদক বিরাজ বসু বলেন, "রাজ্যে শাসন বলে কিছু নেই। মানুষ ক্ষুব্ধ হয়ে উঠছে। তাতেই ভয় পেয়ে রাজ্যের শাসক দলের নেতারা এমন কথা বলছেন।"

বেতন আন্দোলন অব্যাহত

নিজস্ব সংবাদদাতা, কোচবিহার: মাসের পাঁচদিন পেরিয়ে গেলেও বেতন না হওয়ায় আন্দোলনের হুমকি দিলেন কোচবিহার পঞ্চানন বর্মা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মীরা। সোমবার বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি বৈঠকের পর ওই সিদ্ধান্ত হয়। বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক সাবলু বর্মণ বলেন, "মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশ অনুযায়ী মাসের ১ তারিখে বেতন হওয়ার কথা। অথচ পাঁচদিন কেটে গেলেও বেতন হয়নি। উপাচার্যকে দুই দফায় চিঠি দেওয়া হয়েছে। উচ্চশিক্ষা দফতরকেও জানানো হয়েছে। এর পরেও সমস্যা না মিটলে বৃহত্তর আন্দোলনে নামা হবে।"

'শহিদ দিবস' পালন করল তৃণমূল

নিজস্ব সংবাদদাতা, কোচবিহার: পুলিশের গুলিতে নিহত তিন কর্মীর প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে 'শহিদ দিবস' পালন করল তৃণমূল। রবিবার কোচবিহারের সাগরদিঘি পাড়ে মঞ্চ বেঁধে দিবস পালন করা হয়। তৃণমূলের কোচবিহার জেলা সভাপতি অভিজিৎ দে ভৌমিক বলেন, "কোচবিহার সাগরদিঘি পাড়ে ১৯৮৮ সালের ৪ অগাস্ট ভেজাল তেলের বিরুদ্ধে আন্দোলন করতে গিয়ে কোচবিহারে পুলিশের গুলিতে শহিদ হয়েছেন রবীন-বিমান-হায়দার। তাঁদের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে ওই অনুষ্ঠান।" প্রত্যেক বছর ওই অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।

স্বাধীনতা দিবসে কড়া নিরাপত্তা

নিজস্ব সংবাদদাতা, কোচবিহার: স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষ্যে কড়া নিরাপত্তায় মুড়ে দেওয়া হল চারদিক। সেই সঙ্গে নজরদারি বাড়ানো হয়েছে বাংলাদেশ সীমান্তেও। বুধবার কোচবিহারের মাথাভাঙ্গায় এসেছিলেন রাজ্য পুলিশের উত্তরবঙ্গের আইজি রাজেশ যাদব। তিনি জানিয়েছেন, উত্তরবঙ্গ জুড়ে এবারে সতর্কতার জোর দেওয়া হয়েছে। টহলদারি ফোর্সের সংখ্যাও বাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। ইতিমধ্যেই বাংলাদেশ সীমান্তের কথা মাথায় রেখেই বিএসএফ ও এসএসবির সঙ্গে বৈঠক করেছেন পুলিশ কর্তারা। নেপাল সীমান্তে এসএসবি মোতায়েন রয়েছে। এছাড়া অসম বা বিহারের মতো রাজ্যের সীমানাগুলিতেও তল্লাশি জারি রাখা হয়েছে। তিনি বলেন, "বাংলাদেশের পরিস্থিতির কথা মাথায় রেখে এবারে সর্বত্র নিরাপত্তা বাড়ানো হয়েছে।" বিএসএফের গুয়াহাটি ফ্রন্টিয়ারের এক আধিকারিক বলেন, "বাংলাদেশে অস্থির পরিস্থিতি শুরু হতেই সীমান্তে হাই এলার্ট জারি করা হয়। যা এখনও চলছে। স্বাধীনতা দিবসের কথা মাথায় রেখেই সেখানে আরও নিরাপত্তা বাড়ানো হয়।"

বাংলাদেশে সাজা কাটিয়ে দেশে ফিরলেন দুই ভারতীয়

নিজস্ব সংবাদদাতা, কোচবিহার: বাংলাদেশের অস্থির পরিস্থিতির মধ্যে দু'জন ভারতীয় বন্দিকে দেশে ফেরত পাঠাল বাংলাদেশ। সম্প্রতি ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তে এমনই ছবি ফুটে উঠবে। সীমান্তের আন্তর্জাতিক নিয়মকে লঙ্ঘন করে বাংলাদেশে প্রবেশের অভিযোগে দীর্ঘদিন জেলবন্দী থাকার পর শনিবার দেশে ফিরল অসমের হায়রাজ আলী ওরফে বাবু এবং আব্দুল কাদের। জেলে সাজার মেয়াদ শেষ হবার পর এদিন কোচবিহার জেলার চ্যাংরাবান্ধা ইমিগ্রেশন চেকপোস্ট দিয়ে তারা ভারতের মাটিতে পা রাখলেন। বাংলাদেশ প্রশাসনের তরফে অসমের ধুবড়ি জেলার ওই দুই নাগরিককে চ্যাংরাবান্ধা চেকপোস্ট দিয়ে ভারতীয় প্রশাসনের হাতে তুলে দেবার সময় চ্যাংরাবান্ধা ইমিগ্রেশন চেকপোস্টের ওসি সুরজিত বিশ্বাস, বিএসএফের ১৫১ ব্যাটালিয়নের কোম্পানি কমান্ডার বিজয় কাহার প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন। দেশে ফিরতে পেরে কি যে ভাল লাগছে সেটা বলে বোঝানো সম্ভব নয় বলে হায়রাজ আলী জানান। তার কথায়, সীমান্তের কাছে একদিন নদীতে মাছ ধরার সময় বিজিবির জওয়ানেরা তাঁকে আটক করে নিয়ে যান। এরপর ওই দেশের কুড়িগ্রাম জেলে তাঁকে প্রায় আড়াই বছর বন্দী থাকতে হয়। এদিন আব্দুল কাদেরকে ঘরে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে চ্যাংরাবান্ধা চেকপোস্টে হাজির হয়েছিলেন তাঁর দাদা নুর আলম। তিনি বলেন, ভাই মানসিক ভারসাম্যহীন। অনেকদিন নিখোঁজ থাকার পর এনিয়ে তারা স্থানীয় পুলিশ প্রশাসনের দারস্থ হয়েছিলেন। অবশেষে তিন বছর পর ভাই দেশে ফিরে আসতে পারায় খুবই ভাল লাগছে।

এবার বেতন সমস্যা তৈরি হল কোচবিহার পঞ্চানন বর্মা বিশ্ববিদ্যালয়ে

নিজস্ব সংবাদদাতা, কোচবিহার: উপাচার্য-রেজিস্ট্রার বিরোধ চলছেই। তার মধ্যেই 'বেতন' সমস্যা তৈরি হল কোচবিহার পঞ্চানন বর্মা বিশ্ববিদ্যালয়ে। বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মীদের অনেকের অভিযোগ, সাধারণত মাসের প্রথম দিনের মধ্যে বিশ্ববিদ্যালয়ের বেতন হয়। কিন্তু এবারে সেই সময়সীমা পেরিয়ে গেলেও তা হয়নি। অভিযোগ, বেতনের অনুমতি সংক্রান্ত বিষয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রার কিছু নথিতে স্বাক্ষর করেন। এবারে তা হয়নি। বিশ্ববিদ্যালয় সূত্রেরই খবর, ৫ অগাস্টের মধ্যে বেতন সমস্যা সমাধানের আশ্বাস দিয়েছেন বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ। বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য নিখিলেশ রায় বলেন, "সোমবারের মধ্যে রেজিস্ট্রার উনি প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেবেন বলে আমাকে জানিয়েছেন। এই অনাকাঙ্ক্ষিত অবস্থার জন্য আমি দু:খিত।" রেজিস্ট্রার প্রদীপ কুমার কর বলেন, "সমস্যা মিটে গিয়েছে। আমার স্বাক্ষর নয়, কিছু নথিপত্রের কাজ থাকে। সব মিটে গিয়েছে।" গত ১০ মে একাধিক অভিযোগে কোচবিহার পঞ্চানন বর্মা বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রার আব্দুল কাদের সফেলিকে বরখাস্ত করেন উপাচার্য নিখিলেশ রায়। তা নিয়ে একটি মামলাও চলছে উচ্চ আদালতে। রেজিস্ট্রারের দায়িত্ব সেই সময়ই আরেক অধ্যাপক প্রদীপ কুমার করকে দেওয়া হয়। রেজিস্ট্রারের ঘর সিল করে রাখা হয়। প্রদীপ কুমার কর অন্য একটি ঘরে বসে রেজিস্ট্রারের দায়িত্ব পালন করছিলেন। সম্প্রতি প্রায় দুই মাসের মাথায় বিশ্ববিদ্যালয়ে যান আব্দুল কাদের সফেলি। অভিযোগ, ওইদিন সিল করে রাখা রেজিস্ট্রারের অফিস ঘরের তালা ভাঙা হয়। কয়েকটি সিসিটিভি ভাঙা হয়। সফেলি অফিস ঘরে বসেন। ওইদিন পাল্টা উপাচার্যের ঘরে তালা ঝুলিয়ে দেওয়া হয়। তা নিয়ে ওইদিনই কোতোয়ালি থানায় মামলা দায়ের করেন সবপক্ষ। বিশ্ববিদ্যালয় সূত্রের খবর, রাজ্যের শাসক দলের কর্মচারি সংগঠন, ছাত্র সংগঠন এবং অধ্যাপকদের একটি অংশ আব্দুল কাদের সফেলির পাশে দাঁড়ান। ওইদিন থেকে কার্যত অচলাবস্থা তৈরি হয় বিশ্ববিদ্যালয়। এরপরেই প্রদীপ কুমার রেজিস্ট্রার পদ থেকে পদত্যাগ করেন। যদিও ওই আবেদনপত্র উপাচার্য গ্রহণ করেননি। অভিযোগ, রেজিস্ট্রার নিয়ে এমন টানাপোড়েনের জেরে বেতন সমস্যা হয়। তৃণমূল প্রভাবিত বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্মচারী সংগঠনের সভাপতি রুহেল রানা আহমেদ বলেন, "প্রতি মাসে ১ তারিখের মধ্যে বিশ্ববিদ্যালয়ের বেতন হয়। এবারে তা হয়নি।"

তিরঙ্গা যাত্রা বের করলো অখিল ভারতীয় বিদ্যার্থী পরিষদ

নিজস্ব সংবাদদাতা, কোচবিহার: ভারতবর্ষকে অখন্ড রাখতে অখণ্ড ভারত করার উদ্দেশ্যে কোচবিহার শহরে তিরঙ্গা যাত্রা বের করলো অখিল ভারতীয় বিদ্যার্থী পরিষদ।এদিন কোচবিহার শহরের মদনমোহন মন্দির সংলগ্ন এলাকা থেকে বের করা হয় তাদের এই মিছিল এবং সেই মিছিল কোচবিহার শহরের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ রাস্তা গুলি পরিক্রমা করবে বলে জানায় অখিল ভারতীয় বিদ্যার্থী পরিষদ এর উত্তরবঙ্গ রাজ্য সম্পাদক দীপ্ত দে।এদিন তিনি আরো বলেন আপনারা সবাই মাটিতে কান পেতে দেখুন ভারত মাতা আজও কাঁদছে। মেনে নিতে পারেনি দেশভাগ। আজকের দিনে ভারত মাতা কে খণ্ডিত করা হয় আজকের দিন অখন্ড ভারত দিবস সংকল্প নেবার দিন।তাই এই দিনটিকে সামনে রেখে অখিল ভারতীয় বিদ্যার্থী পরিষদ এক বিশাল তিরঙ্গা যাত্রার আয়োজন করেছে। যেখানে দেড়শ মিটার তিরঙ্গা রয়েছে।

চিকিৎসককে ধর্ষণ ও খুনের ঘটনায় কোচবিহারে বিজেপির বিক্ষোভ

নিজস্ব সংবাদদাতা, কোচবিহার: আরজিকর হাসপাতালে চিকিৎসক খুনের ঘটনার প্রতিবাদে আন্দোলনে নামলো বিজেপি। বিজেপির পক্ষ থেকে পথ অবরোধ করার চেষ্টা করা হলে বেশ কিছু বিজেপি কর্মী এবং কোচবিহার দক্ষিণ বিধানসভা কেন্দ্রের বিধায়ক নিখিলরঞ্জন দে কে আটক করে পুলিশ। আজ আরজিকর হাসপাতালের ঘটনায় মুখ্যমন্ত্রী পদত্যাগের দাবিতে স্লোগান বিয়ে পথ অবরোধের চেষ্টা করে বিজেপি। পুলিশের পক্ষ থেকে তাদের মিছিল আটকে দিয়ে পুলিশ বিধায়ক সহ বিজেপি কর্মীদের আটক করে।

অবৈধভাবে তৈরি আধারকার্ড নিয়ে সীমান্ত পার হওয়ার সময় ধৃত বাংলাদেশি

নিজস্ব সংবাদদাতা, কোচবিহার: আধারকার্ড যে অবৈধভাবে তৈরি হচ্ছে, তা এবারে প্রকাশ্যে এল। অবৈধভাবে তৈরি ভারতীয় আধারকার্ড ও প্যানকার্ড নিয়ে সীমান্ত পার হওয়ার সময় বিএসএফের হাতে ধরা পড়লেন এক ব্যক্তি। গত ৬ অগাস্ট কোচবিহারের বাংলাদেশ সীমান্তের স্থলবন্দর চ্যাংরাবান্ধা থেকে ওই বাংলাদেশীকে আটক করা হয়। পরে তার সমস্ত নথি বাজেয়াপ্ত করে পড়ে তাঁকে ফের বাংলাদেশে পাঠানো হয়। ধৃত ব্যক্তি জানিয়েছেন, উত্তরপ্রদেশের নয়ডার এক ব্যক্তির কাছ থেকে তিনি ওই কার্ড তৈরি করে নেন। সে জন্য তাকে কুড়ি হাজার টাকা দিতে হয়েছে। ধৃত ব্যক্তির সমস্ত কাগজপত্র বাজেয়াপ্ত করে নিয়ে ফের তাঁকে বাংলাদেশে পাঠানো হয়। ধৃত দাবি করেন, তিনি অসুস্থ। দীর্ঘদিন ধরে ভারতে চিকিৎসা করাচ্ছেন। তিনি জানতে পারেন, আধারকার্ড ও প্যানকার্ড থাকলে চিকিৎসার খরচে ছাড় পাওয়া যায়। সে জন্যেই তিনি ওই কার্ড তৈরি করেন। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, রংপুরের ওই বাসিন্দা ভারতে প্রবেশের সময় বিএসএফ তল্লাশি করে। সেই সময় তার কাছ থেকে ভারতীয়আধারকার্ড ও প্যানকার্ড পাওয়া যায় যা অবৈধ উপায়ে তৈরি করা। তা উত্তরপ্রদেশের নয়ডা থেকে তৈরি করা হয়েছে। সেগুলি বাজেয়াপ্ত করা হয়। কোচবিহারের এক পুলিশ কর্তা বলেন, “ওই বিষয়ে আইন মেনে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে।” দিন কয়েক ধরেই বাংলাদেশে অগ্নিগর্ভ পরিস্থিতি। সোমবার বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা দেশ ছেড়ে পালিয়ে যান। এই অবস্থার মধ্যে অনুপ্রবেশের আশঙ্কা করে সীমান্ত এলাকায় হাই এলার্ট জারি করে বিএসএফ। চ্যাংরাবান্ধাতেও নজরদারি বাড়ানো হয়েছে। পাহারার কাজে অতিরিক্ত বিএসএফও মোতায়েন করা হয়েছে। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, এনামুল হক সোহেল নামে ওই ব্যক্তি রংপুরের বাসিন্দা। এদিন বেলা ১২ টা নাগাদ স্ত্রী ও সন্তানকে নিয়ে সীমান্তে পৌঁছান। সীমান্ত পার হওয়ার সময় বিএসএফ ব্যাগ তল্লাশি করে। এরপরে ইমিগ্রেশন চেকপোস্টে নথিপত্র যাচাইয়ের কথা ছিল। তার আগেই অবৈধ কাগজপত্র পেয়ে তাকে দফায় দফায় তাদের জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়। পরে ইমিগ্রেশন চেকপোস্টে গিয়েও নথি যাচাই হয়। সেখানেই সমস্ত কাগজপত্র বাজেয়াপ্ত করা হয়। নিয়ম অনুযায়ী, তা কলকাতায় পাঠানো হবে। এরপরে ভিসা পাওয়ার ক্ষেত্রে অসুবিধেয় পড়বেন ধৃত ব্যক্তি। পুলিশের এক আধিকারিক বলেন, “ওই ব্যক্তির ভিসা ছিল সাতদিনের। অথচ তিনি দিল্লি গিয়ে চিকিৎসা করাবেন। এই অল্প সময় নিয়ে সন্দেহ হওয়ায় নথিপত্র তল্লাশি করা হয়। তাতেই ওই অবৈধ কাগজপত্র পাওয়া যায়।”

চেয়ারম্যানের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়ে অনাস্থা প্রত্যাহারের নির্দেশ

নিজস্ব সংবাদদাতা, কোচবিহার: দ্বন্দ্ব রুখতে এবারে কড়া হাতে ব্যবস্থা নিল তৃণমূল। কোচবিহারের মেখলিগঞ্জে দলের চেয়ারম্যানের বিরুদ্ধে অনাস্থা এনেছিলেন কাউন্সিলররা। বড় অংশের কাউন্সিলরদের অনাস্থা ঘিরে অস্বস্তি বাড়ছিল রাজ্যের শাসক দল। অবশেষে ৪ অগাস্ট রবিবার কাউন্সিলর, চেয়ারম্যান সবপক্ষকে নিয়ে আলোচনায় বসলেন তৃণমূলের কোচবিহার জেলা সভাপতি অভিজিৎ দে ভৌমিক এবং মেখলিগঞ্জের বিধায়ক পরেশ অধিকারী। দলীয় সূত্রের খবর, সেই বৈঠক থেকে দুইপক্ষকেই সতর্ক করেন জেলা সভাপতি। সেই সঙ্গে অনাস্থা প্রত্যাহারের নির্দেশ দেন। জানিয়ে দেন, কারও বিরুদ্ধে কোনও ব্যবস্থা নিতে হলে তা নেবে দল। চেয়ারম্যানের বিষয়ে সমস্ত তথ্য নথিবদ্ধ করে জেলা সভাপতি ও বিধায়ক তা রাজ্য নেতৃত্বের কাছে পাঠিয়েছেন। জেলা সভাপতি অভিজিৎ বলেন, “অনাস্থা তুলে নিতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। সমস্ত বিষয়ে রাজ্য নেতৃত্বকে জানানো হয়েছে। যা হবে দলের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী হবে।” অনাস্থা আনা কাউন্সিলরদের মধ্যে রয়েছেন প্রভাত পাটনি। তিনি বলেন, “আমরা অনাস্থা তুলে নেব। দল এই বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়ার আশ্বাস দিয়েছে।”

দু’দিন আগেই তৃণমূল পরিচালিত মেখলিগঞ্জ পুরসভার চেয়ারম্যান কেশব চন্দ্র দাসের বিরুদ্ধে অনাস্থা নিয়ে আসেন দলের সাত কাউন্সিলার। ৯ আসন বিশিষ্ট মেখলিগঞ্জ পুরসভায় সাত জন অনাস্থা আনায় শোরগোল পড়ে যায়। অভিযোগ, চেয়ারম্যানের বিরুদ্ধে একবছর ধরে তারা অসহযোগিতার অভিযোগ জানালেও কোনও কাজ হয়নি। পুরসভার চেয়ারম্যান সাধারণ মানুষকে নানান ভাবে হেনস্থা করছে বলেও অভিযোগ করা হয়। যে কোন কাজের ক্ষেত্রে বাকি কাউন্সিলরদের সুযোগ-সুবিধা থেকে বঞ্চিত করা হচ্ছে বলেও অভিযোগ করা হয়। চেয়ারম্যান কেশব চন্দ্র দাস অভিযোগ অস্বীকার করে জানান, দল যা সিদ্ধান্ত নেবে সেভাবেই কাজ হবে।

নিষ্ক্রিয়দের সক্রিয় করতে এবারে গ্রামে যাওয়ার নির্দেশ বিজেপির নেতাদের

নিজস্ব সংবাদদাতা, কোচবিহার: এবারে গ্রামে গ্রামে গিয়ে সংগঠন মজবুত করার নির্দেশ এল বিজেপিতে। সেই সঙ্গে যে সব কর্মীরা ‘নিষ্ক্রিয়’ হয়ে পড়েছেন তাঁদের সক্রিয় করে তোলার দায়িত্ব নিতে হবে জেলা নেতাদের। দলীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, ৩ অগাস্ট শনিবার কোচবিহার জেলা বিজেপির বৈঠকে ওই বিষয়ে একপ্রস্থ আলোচনা হয়। রাজ্য নেতৃত্বের সেই নির্দেশিকাও সেখানে জানিয়ে দেওয়া হয়। সেই সঙ্গে বেশ কিছু কর্মসূচিও ঘোষণা করা হয়েছে। যার মধ্যে রয়েছে, ‘হর ঘর ত্রিরঙ্গা’, ‘বিভাজন বিভীষিকা’র মতো কর্মসূচি। বিজেপির কোচবিহার জেলা সভাপতি সুকুমার রায় বলেন, “তৃণমূলের সন্ত্রাসের কারণে কিছু জায়গায় সাংগঠনিক কাজন নিয়ে সমস্যা তৈরি হয়েছিল। এবারে সে সব টপকে জোরকদমে দলীয় কর্মসূচি শুরু করা হবে। কর্মী-সমর্থকরাও নতুন করে চাঙ্গা হয়ে রাস্তায় নামার জন্য প্রস্তুতি নিয়েছেন।” এবারে কোচবিহার লোকসভা আসনে তৃণমূল প্রার্থী জগদীশ চন্দ্র বর্মা বসুনিয়ার কাছে ৩৯ হাজার ২৫০ ভোটে পরাজিত হন বিজেপি প্রার্থী নিশীথ প্রামাণিক। কোচবিহার বিজেপির শক্তিশালী একটি ঘাঁটি হিসেবেই দলের নজরে ছিল। বিশেষ করে ২০১৯ সালের লোকসভা নির্বাচনে জয়ের পর থেকে কোচবিহারে বিজেপির সংগঠন অনেকটাই মজবুত হয়ে উঠেছিল। ২০২১ সালের নির্বাচনেও কোচবিহার জেলা থেকে সাতটি আসনে জয়ী হয়েছিল বিজেপি। পরে দিনহাটা আসনে উপনির্বাচনে পরাজয় হয় বিজেপির। তারপরেও জেলায় এখন ছয়জন বিধায়ক রয়েছে বিজেপির। এছাড়া নিশীথকে কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রীও করা হয়েছিল। কিন্তু তারপরেও এবারেও লোকসভা নির্বাচনে জয়ী হতে পারেনি বিজেপি প্রার্থী। তারপর থেকে বিজেপিতে কার্যত ধস নামে। বিজেপির হাতে থাকা একের পর এক গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান, পঞ্চায়েত সদস্যরা তৃণমূলে যোগ দেন। গ্রাম পঞ্চায়েত স্তরের একাধিক বিজেপি নেতা-কর্মীও রাজ্যের শাসক দল যোগ দিয়েছেন। বাকি যারা রয়েছেন তাঁদের বেশিরভাগ নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়েছেন। তাদের একটি অংশের অভিযোগ রয়েছে, গ্রামে বিজেপি কর্মীদের একের পর এক বাড়িতে হামলা হয়। মারধর করা হয় বিজেপি কর্মী-সমর্থকদের। তাঁদের পাশে দাঁড়াতে বিজেপির কোনও নেতা গ্রামে যাননি। কলকাতা বা দিল্লি থেকে শুভেন্দু অধিকারী, রবিশঙ্কর প্রসাদের মতো যে নেতারা এসেছিলেন তারা শহরে বিজেপির পার্টি অফিসে বক্তব্য রেখেই চলে যান। এই অবস্থার মধ্যে নতুন করে ঘুরে দাঁড়াতে গ্রামে গিয়ে কর্মীদের সঙ্গে যোগাযোগের নির্দেশ পৌঁছেছে জেলা বিজেপিতে। ‘বিভাজন বিভীষিকা’ কর্মসূচির মাধ্যমে দেশভাগের সময়কার চিত্র স্ক্রিনে দেখানোর ব্যবস্থা করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। বিজেপির কোচবিহার জেলার সাধারণ সম্পাদক বিরাজ বলেন, “আমরা নির্দেশ অনুযায়ী কাজ করব।” তৃণমূলের কোচবিহার জেলা চেয়ারম্যান গিরীন্দ্রনাথ বর্মণ বলেন, “বিজেপির সঙ্গে মানুষ। তাই তাদের কোনও কর্মসূচি সফল হবে না।”

স্থলবন্দরের দখল নিয়ে মারপিট, বন্ধ হয়ে গেল বাণিজ্য

নিজস্ব সংবাদদাতা, কোচবিহার: বুড়িমারি স্থলবন্দরের দখল ঘিরে দুইপক্ষের লড়াইয়ের জেরে বন্ধ হয়ে গেল ভারত-বাংলাদেশ বাণিজ্য পথ। বাংলাদেশে অস্থিরতা শুরু হওয়ার পর গত ৭ দুপুরের পর থেকে বাণিজ্য পুরোপুরি বন্ধ হয়ে যায়। তাতে কোটি কোটি টাকা ক্ষতির মুখে পড়তে হয়েছে ব্যবসায়ী ও সরকারকে। কয়েক কোটি টাকার রাজস্ব ক্ষতি হয়েছে বলে প্রশাসন সূত্রের খবর। টানা চারদিন ধরে বাণিজ্য পথ বন্ধ ছিল। এরপরে ১৩ অগাস্ট থেকে বাণিজ্য পথ কিছুটা স্বাভাবিক হতে শুরু করে। চ্যাংরাবান্ধা এক্সপোর্টার্সঅ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি মনোজ কানু বলেন, “সকালে বাণিজ্য শুরু হয়েছিল। দুপুরে ওপাশের স্থলবন্দরে দুইপক্ষের মধ্যে গন্ডগোলের জেরে বাণিজ্য বন্ধ হয়ে যায়। বিকেলের পরে অবশ্য জানানো হয় পরিস্থিতি স্বাভাবিক হয়েছে। আশা করছি বৃহস্পতিবার থেকে আমদানি-রফতানি স্বাভাবিক হবে। কিন্তু পরিস্থিতি পুরোপুরি স্বাভাবিক না হওয়া পর্যন্ত কোনও কিছু নিয়েই নিশ্চিত হওয়া যাচ্ছে না। ব্যবসায় বড় ধরণের ক্ষতি হয়ে গিয়েছে।”

এদিন সকালের দিকে পরিবেশ কিছুটা শান্ত ছিল। আমদানি-রফতানি শুরু হয়েছিল। দুপুর হতেই বন্ধ হয়ে যায় বাণিজ্য-পথ। খবর পৌঁছায়, বাংলাদেশের বুড়িমারি স্থলবন্দরের দখল নিতে দুইপক্ষের লাঠি-অস্ত্র হাতে রাস্তায় দাপিয়ে বেড়াচ্ছেন। আর তাতেই বুধবার দুপুরে কোচবিহারের চ্যাংরাবান্ধা সীমান্ত দিয়ে বন্ধ হয়ে যায় আমদানি-রফতানি বাণিজ্য। ওপাশ থেকে ফিরে আসা কিছু ট্রাক চালক আতঙ্কের কথা জানিয়ে বলেন, “পরিস্থিতি স্বাভাবিক না হওয়া পর্যন্ত ওপাশে যাওয়া সম্ভব নয়।” বাংলাদেশে টাকার দাম পড়ে যাওয়ায় ক্ষতির মুখে পড়েছেন ব্যবসায়ীরা। টাকা বদলের ব্যবসায় যুক্ত আলিমুল হক বলেন, “বাংলাদেশের টাকার দাম পড়ে যাওয়ায় আমাদের প্রতি একশো টাকায় তিন থেকে চার টাকা কমে গিয়েছে। আমাদের অনেক লোকসানে পড়তে হচ্ছে।” বুড়িমারি স্থলবন্দরে চারদিন ধরে আটকে ছিলেন ট্রাক চালক সন্তোষ বর্মণ। যিনি ভারতে ঢুকে আর নতুন করে বাংলাদেশে যেতে চাইছেন না। তিনি বলেন, “আমাদের সামনেও গন্ডগোল হয়েছে। মারধর, মিছিল, লুটপাট হচ্ছে। বাংলাদেশের বুড়িমারি স্থলবন্দরের দখল নিয়ে দু’পক্ষের মধ্যে মারপিট হয়েছে। পুরনোদের সেখান থেকে বের করে দেওয়া হয়েছে। অনেক অপেক্ষার পর গেট পাশ মেলার পরে আমরা বেরোতে পেরেছি। এখন আবার যেতে ভয় করছে। নিরাপত্তা না যাওয়া পর্যন্ত যাওয়া যাবে না।” আরেক ট্রাক চালক সাহিনুর ইসলাম বলেন, “আমরা গাড়ি খালি করতে গিয়েছিলাম। সেই সময় বুড়িমারি স্থলবন্দরে মারপিট শুরু হয়। আমাদের কেউ কিছু করেনি। পরিস্থিতি কোন দিকে যাবে বুঝতে পাচ্ছি না।” নীলফামারির জাপানী বাজারের বাসিন্দা সুখদেব মহন্ত গত ২৫ জুলাই ভারতে আসেন স্ত্রীর চিকিৎসার জন্য। বাড়িতে তাঁর ছেলে ছিলেন। সেই ছেলেকেও তিনি ভারতে ডেকে এনেছেন। তিনি বলেন, “আজই আমাদের বাড়িতে ফেরার কথা ছিল। ছেলের কাছে জানতে পারি আমাদের দোকান ভাঙচুর হয়েছে। চারদিকে লুটপাট হচ্ছে। মারধর করা হচ্ছে। আমরা দেশে ফিরতে ভয় পাচ্ছি। এখনও আমাদের ভিসা রয়েছে। ভিসা শেষ হলে কি হবে জানি না।” বাংলাদেশে ছেলের বাড়িতে ঘুরতে গিয়েছিলেন শিলিগুড়ির মাটিগাড়ার বাসিন্দা সুরেশ মহন্ত। তিনি এদিন চ্যাংরাবান্ধা হয়ে ফিরেছেন। তিনি বলেন, “আমার ছেলে আওয়ামি লিগ করতেন। এখন বাড়িতে থাকতে পাচ্ছেন না। চারদিকে হামলা, মারধরের ছবি। ছেলেকে রেখে আসতে খুব কষ্ট হয়েছে।” প্রশাসনের সূত্রে জানা গিয়েছে, ভুটানের দূতাবাসের তিন আধিকারিক এবং একজন জাপানের বাসিন্দাও এদিন বাংলাদেশ সীমান্ত হয়ে ভারতে প্রবেশ করেন। মোবারক আলি সর্দার বাড়ি অসমে। বাংলাদেশে গিয়েছিলেন অসুস্থ মামাকে দেখতে। এদিন তিনি ফিরেছেন। তাঁর কথায়, “খুব আতঙ্কের পরিবেশ বাংলাদেশে। আমরা ভয়ে ভয়ে সীমান্ত পর্যন্ত এসেছি। নিজের দেশে ফিরে খুব ভালো লাগছে।”

সম্পাদকীয়

জেগে ওঠে চেতনা

একটি ঘটনা, আর চেতনা ফিরে পেতে চলা মানুষ। ঘটনাক্রম অনেকটা এভাবেই বর্ণনা করা যায়। দিকে দিকে যখন অত্যাচার নেমে আসে, প্রকাশ্যে গুলি চলে, খুন করা হয় মানুষকে, অন্যায়ের সীমা বাড়তে শুরু করে, তারপরেও কারও যেন কোনও চেতনা নেই। যুগ যুগ ধরে এই চিত্রই সর্বত্র ফুটে উঠেছে। এক বা দু'জন প্রতিবাদের কণ্ঠ বাড়িয়ে দিল তাদের ভয় দেখিয়ে চুপ করিয়ে দেওয়া হয়। এবারে কিন্তু মানুষ জাগতে শুরু করেছে। কোনও দল ছাড়া, কোনও পতাকা ছাড়া রাতের অন্ধকারকে ভেদ করে লক্ষ লক্ষ মানুষের পথে নেমে পড়া, এক অভূতপূর্ব দৃষ্টান্ত তৈরি করেছে। যে মানুষদের মধ্যে নারীর সংখ্যাই বেশি। এই নারীদের উপরেই তো যুগ যুগ ধরে অত্যাচার চলছে। সে কথা কারও অজানা নয়। আজ এই সময়েও মেয়েরা নিরাপদ নয়। আরজিকর হাসপাতালের একটি ঘটনা তা চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিল। এক মহিলা জুনিয়র ডাক্তারকে ধর্ষণ করে নৃশংসভাবে খুন করা হল। কারা এই অপরাধী? কাদের এই দুঃসাহস? এই সমস্ত অপরাধীদের কি বেঁচে থাকার অধিকার আছে? একবাক্যে উত্তর হবে, হ্যাঁ। তাহলে তারপরেও এরা পার পেয়ে যায় কি করে? এদের বাঁচাতে তৎপর কারা? পুলিশ-সিবিআই তদন্ত করবে। জেগে উঠতে হবে এই সমাজকেও। ঘুনে ধরা এই সমাজকে রোগমুক্তি করতে হবে। মধ্যরাতে যখন আমাদের শহর কোচবিহার সমস্ত অন্ধকার দূর করে ওই মেয়েটির সঙ্গে ঘটে যাওয়া অপরাধের বিচার চাইতে পথে নামে, তখন লক্ষ তারা জেগে ওঠে। মনে হয়, এবারে আমরা জাগতে শুরু করেছি।

টিম পূর্বোত্তর

সম্পাদক ঃ সন্দীপন পন্ডিত
কার্যকারী সম্পাদক ঃ দেবাশীষ চক্রবর্তী
সহ-সম্পাদক ঃ পার্থ নিয়োগী, কঙ্কনা বালো মজুমদার, বর্ণালী দে
ডিজাইনার ঃ ভজন সূত্রধর
বিজ্ঞাপন আধিকারিক ঃ রাকেশ রায়
জনসংযোগ আধিকারিক ঃ বিমান সরকার

প্রবন্ধ

হিমজ্যোৎস্নায় বনবিবি

...শাশ্বত বোস

নতুন বর্ষার জলভরা মেঘের মিনারে যেন চাপা পরে গিয়েছিল একাদশীর চাঁদটা। অমাবস্যা কিংবা পূর্ণিমার কোটা, একাদশীর রাতে চাঁদটার চরিত্র কি একই থাকে বরাবর? অন্ধকারটা ক্রমশ: জঙ্গলের ভেতর গাঢ় হচ্ছে যেন। বাঁধটার ওপর যে রাস্তাটা দিয়ে কিছুক্ষণ আগে হাঁটছিলাম, কিছুদূর গেলে তার গা থেকে ঝর্ণার মতন নদীর জল বেরিয়ে ওপর পাশে একটা খাঁড়ির মুখ তৈরী করেছে। চাঁদের আলো মাঝে মাঝে মোলায়েম কাঁদার ওপর পরে মোমের চাদরে লিথিয়াম কুচি ছড়িয়ে থাকার ভ্রম হচ্ছে। শুক্লা একাদশীর চাঁদের এখন ভরা মাস, কোটালের জল নেমে যাচ্ছে একটু একটু করে। ক্ষমাহীন ক্রূরতার সাক্ষী হয়ে চরাচর জুড়ে ফুটে উঠছে কাঁকড়া গাছের ভোঁতা শ্বাসমূলগুলো। আর জন্ম পাপের প্রলাপ নিয়ে চতুর্দিকে ছড়িয়ে আছে মরা জীবজন্তুর হাড়গোড়। জঙ্গলের ভেতরের কোন নিরম্বু উপবাসী কোণ থেকে সমানে ভেসে আসছে আওয়াজটা "ওয়াউম"! রয়েল বেঙ্গল টাইগার এর হিমগর্জন। আমি এখন যে বিশাল গাছটার আড়ালে পিঠ লুকিয়েছি সেটার সাতপুরনো ডাল দেখে মনে হচ্ছে তার গা বেয়ে এক্ষুণি ঝরে পড়বে মৃত্যুর হিমশীতলতা। গাছটার গায়ে নাম না জানা একটা ছত্রাক এঁটে আছে আঠার মত। ইচ্ছে হচ্ছে গাছটার গা বেয়ে উঠে পরার। ডালটার একদম আগার দিকে একটা চাকে মৌমাছি ভোঁ ভোঁ করছে। আওয়াজটা ক্রমশঃ আমার দিকে এগিয়ে আসছে। রক্তমাংসের, ক্রোধ-ঘৃণার বোধ থেকে সরে যাওয়া অন্য একটা জীবন নিয়ে নির্জন একটা উপলব্ধি অনুভব করতে পারছি অলোকিক হিমজ্যোৎস্নার হাত ধরে, যাতে মিশে আছে মৃত্যুর ঠিক আগের ব্যাথা, বিষণ্নতা। ছেলেটার নাম বলেছিল "মুঙ্গন মন্ডল", গোসাবার ২ নম্বর আয়নপুর মালোপাড়ায় বাড়ি। আজকে সকালেই গদখালীতে আলাপ আমার সাথে। দিব্য হাসিখুশি ছেলে। সুন্দরবনে তিনদিন দু'রাত ভ্রমণের প্যাকেজে, ট্যুর কোম্পানীর হয়ে পান্থদর্শনের কাজ করার পাশাপাশি কথায় কথায় একেবারে মিশে গেছিল আমাদের সাথে। চুপি চুপি বলেছিল আজ একাদশীগণ, ভোররাতে মাছ ধরতে নিয়ে যাবে। ওর কথাতেই পাখিরালয়ে নির্দিষ্ট করা লজে না থেকে ঠিক করেছিলাম অ্যাডভেঞ্চারের মাত্রাটা আরো নৈসর্গিক উচ্চতায় নিয়ে যাবার জন্য, রাত কাটাবো ওদের সাথে বোটের ভিতর। রাতে খাওয়াদাওয়ার পর একটু বিশ্রাম করে নেব, ওদের ঠিক করে দেওয়া ক্যাম্প খাটে। তারপর রাতের শেষ প্রহরে কোটাল এলে নৌকো করে বেরিয়ে পরবো, সুন্দরবনের গহীন মানচিত্রে স্পেকট্রামি জাল বোনা খাল-জোলাগুলোর উদ্দেশ্যে, যেখানে ভাঁটার সময় হাত জালে প্রচুর খয়রা, চিংড়ি এসব পাওয়া যায়। তখন গভীর রাত, খাটে শুয়ে এপাশ ওপাশ করছিলাম। উত্তেজনার বশে কাটাচ্ছিলাম অনিদ্রাবিলাসী ত্রিযামা প্রহর। হঠাৎ যেন বোটের মেঝে থেকে উঠে এল আওয়াজটা। সরসর করে কিছু একটা টানার শব্দ। ঠিক তখনই কেবিনের কাঠের দরজাটায় টোকা পরলো, "দাদা চলেন, নৌকা রেডি!" লম্বা চোঙার মত মুখটা দরজার একটা পাল্লার আড়াল থেকে আধখানা বার করে ডাক দিল মুঙ্গন। ঘরটার টিমটিমে আলোয় তখন শুধু তার চোখদুটো দেখা যাচ্ছে। ওই দুটো চোখের আড়ালে কি ভীষণ বলিষ্ঠ সম্মোহন লুকিয়ে ছিল তা তখন ধরতে পারিনি। নদীর বাস্তুতন্ত্রের বুক চিরে ভেসে আসা ওর ওই একটা ডাকেই ওর সাথে বেরিয়ে পরেছিলাম। কোটালের জল তখন সবে খালে উঠতে শুরু করেছে। আমাদের বোটটা নোঙ্গর করা ছিল গুমতী নদীর ঠিক মাঝ বরাবর। বেশ কিছুটা নৌকা বেয়ে পিছিয়ে গিয়ে আমরা ধরলাম সরু খাঁড়ির পথ। মুঙ্গনকে জিজ্ঞাসা করায় বললো আমরা যাচ্ছি মুইপীঠ কোস্টাল থানার অন্তর্গত হাতামারির জঙ্গলের ভিতর দিয়ে। আর কিছুদূর গেলেই বৈঠামারীর জঙ্গল, এগুলো সুন্দরবনের রেস্ট্রিক্টেড এরিয়া। রাতের শরীর জুড়ে তখন নিশ্ছিদ্র রক্তাল্পতা। শর্বরী মেঘের ছবি বুকে নিয়ে নৌকোটার গা বেয়ে যেন ছড়িয়ে ছিটিয়ে পরে আছে গুঁড়ো চাঁদের আলেখ্য। নৌকো জুড়ে বড়শির সারি। নৌকার অন্যান্য ছেলেগুলো মিলে সন্ধ্যের জালে ধরা পুঁটি মাছ, খয়রা মাছগুলো কাটতে বসে গেল। এরা সবাই বিধবা গ্রামের ছেলে। আধ আঙ্গুল সমান টুকরো করা মাছগুলোকে বড়শিতে গিঁথে কাঁটাগুলো জলে ফেলতে শুরু করে দিল ওরা। জঙ্গল তখন আমাদের থেকে ৫০ মিটার মত হবে। হঠাৎ মুঙ্গন বলে, "দাদা, নদীর চরে চেতলা হরিনের ঝাঁক আসিছে, জল খাবার জন্যি। যাইবেন নাকি দেখতি?" এ রাতের রাসায়নিক মিথস্ক্রিয়ায় মুঙ্গনের মসৃণ স্বরকে অস্বীকার করার ক্ষমতা আমার নেই। নৌকোটাকে পারের দিকে ভেড়ালোও। একটা ছোট বাণী গাছের ডাল ধরে নৌকো থেকে নেমে পড়লাম। আমার হাতের টর্চটাকে অন করতে গেলে মুঙ্গন বাঁধা দিল, ওতে নাকি হরিনের ঝাঁক পালাবে। তখন আমি যেন আমিতে নেই, মুঙ্গনের মন্ত্রমুগ্ধ দাসে পর্য্যবসিত হয়েছি। এদিকটায় লাইলন ফেন্সিং নেই। হাঁটু জল ঠেলে জঙ্গলের ভেতরের দিকে এগোতে এগোতে আমি যেন শুধু ওকেই দেখছি। অনেকটা ভেতরে ঢুকে এই বড় গাছটার কাছে এসে মুঙ্গন বললো, "এইখানে চুপটি করে দাঁড়িয়ে থাকেন দাদা, আমি একটু মুতে আসি। সাইবধান লইড়বেন না যেন, জঙ্গলি বাঘ আছে লিচ্চয়!!" কেন আমি এই কথাটা শুনে ওকে জাপটে ধরে বলিনি, "আমায় বোটে নিয়ে চল। আমার আর কিচ্ছু চাইনা", জানিনা। চোখের সামনে থেকে সে সরে যাবার বেশ কিছুক্ষণ পর বুঝলাম, সম্পূর্ণ উদ্দেশ্য প্রনোদিত ভাবেই সে এবং তারা আমাকে এত রাতে জঙ্গলে এনেছে এবং একা আমাকে এখানে ফেলে রেখে পালিয়েছে। রাতের নির্লিপ্ত ষড়যন্ত্রে এই সমাধিস্থ জঙ্গলে আমি এখন সম্পূর্ণ একা ও বেওয়ারিশ! একটা ভীষণ মৃত্যুকালীন খিদে আমায় দোমড়াচ্ছে অথচ উদ্বৃত্ত আতঙ্কে আমার জিহ্বায় কুলকুচি দিচ্ছে এক গভীর আরণ্যক বিষাদ! একজোড়া জ্বলন্ত চোখ, হেঁতাল পাতার ফাঁক দিয়ে উঁকি দিচ্ছে আমার দিকে। প্রচন্ড ধূর্ত সে চাহনি। সমস্ত শরীরটা ছোট করে একটা বিশাল লাফ দিলে আমাদের মাঝের ভৌগোলিক দূরত্ব মুছে যাবে। হঠাৎই অশরীরী বিস্ময়ে পলকহীন দৃষ্টিতে দেখলাম, ঘাঘরা পরা একটি মুসলমানী মেয়ে এগিয়ে যাচ্ছে সেই চোখ জোড়ার দিকে। তাঁর সর্বাঙ্গ স্বর্ণালংকার ভূষিতা। এই নিকষ অন্ধকারেও একটা তির্যক দ্যুতি বেরিয়ে আসছে তার কর্ণকুন্ডল থেকে। বাঘটার সামনে গিয়ে মেয়েটি কিছুক্ষন স্থির চোখে তাকিয়ে রইলো, তারপর ওপরের দিকে মুখ উঁচু করে খোলা আকাশের দিকে চেয়ে বিড়বিড় করে কিছু বললো। বাঘটা ঝোঁপের আড়াল থেকে বেরিয়ে একটা বিশাল হুঙ্কার ছেড়ে নদীর চরে চিতল হরিণের ঝাঁকটার দিকে এগিয়ে গেল।

মুঙ্গন শুদ্ধ পুরো দলটা ধরা পরেছিল। পুলিশের জেরার মুখে মুঙ্গন স্বীকার করেছিল, স্বপ্নে দক্ষিণরায় ওর বোনের সদ্য বিবাহিত স্বামীর জীবনের বিনিময়ে নরমাংস চেয়েছিল ওর কাছে। সেই মহাজাগতিক ইচ্ছেপূরণের বলি হিসেবেই আমাকে ও গভীর জঙ্গলে বাঘের মুখে রেখে এসেছিল। কোনো এক স্থানীয় তন্ত্র চর্চায় ও হিপ্নোটিজম শিখেছিল এবং সেটারই নিদাঘী প্রয়োগ ঘটিয়েছিল আমার ওপর, একেবারে শুরু থেকেই আস্তে আস্তে। সেদিন রাতে জঙ্গলে হয়তো আমি জ্ঞান হারিয়েছিলাম। পরদিন দুপুরবেলার দিকে গদখালিতে আমাকে আমার পরিবারের হাতে ফরেস্ট ডিপার্টমেন্টের লোকজন যখন পৌঁছে দেয়, তখন আমার কানে ভাসছে গত সন্ধ্যেয় পাখিরালয়ে বনবিবির মন্দিরের সামনে বসে শোনা দেবীর পাঁচালির কটা লাইন,"কাঙালের ও মাতা তুমি বিপদনাশিনী।। আমারও দুঃখেরও মাঝে তরাবে আপনি।। বনবিবি গো।। বনবিবি গো।। বনবিবি মাগো তোমার ভরসাতে এলাম।। দুধেভাতে থাকবো সুখে সেলাম দিলাম।। যেন বাঘে ছুঁয়ে না।। যেন বাঘে ছুঁয়ে না।।" ফুরিয়ে যাবার সন্ধিক্ষণে মৃত্যুকে অস্বীকার করে ফিরে এসে আমিময় এই সকালটাতে মনে পরে যায়, বিগত কালের শেষ বিকেলের কনে দেখা আলোয় দেখেছিলাম মন্দিরের অধিষ্ঠাত্রী দেবী মা বনবিবিকে। বাহনহীন মুসলমান কিশোরীর বেশ, কানে কুন্ডল, গলায় হার, মাথায় মুকুট। সেই সন্ধ্যেয় নাচ দেখতে আসা রমনীরা তাহলে ঠিকই বলেছিল, জঙ্গলে মা বনবিবি সত্যিই আছেন!

কোচবিহারে বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য

নিজস্ব সংবাদদাতা, কোচবিহার: রাজ্যের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যের মৃত্যুতে স্মৃতি কথাতে ভাসল কোচবিহার। তিনি মুখ্যমন্ত্রী থাকার সময়ে বেশ কয়েকবার এসেছিলেন কোচবিহারে। দুধ সাদা অ্যাম্বাসেডর করে সড়ক পথে কোচবিহারে আসতেন বুদ্ধদেব। বেশিরভাগ সময় উঠতেন কোচবিহার সার্কিট হাউসে। তাঁর প্রিয় মাছ ছিল বোরোলি। মুখ্যমন্ত্রী হওয়ার আগেও কোচবিহারে এসেছিলেন বুদ্ধদেব। তা নিয়েও ছড়িয়ে রয়েছে স্মৃতি।

স্মৃতি-কথা-১

১৯৭৪ সালে কোচবিহারে রাজনৈতিক কর্মসূচিতে এসেছিলেন বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য। সেই সময় জেনকিন্স স্কুলের এক শিক্ষকের মৃত্যুতে শহরজুড়ে কার্ফিউ চলছিল। সে জন্য তিনি আটকে পড়েছিলেন। বাধ্য হয়ে তখন তাঁর রাজনৈতিক সহকর্মী মনোজ রায়ের বাড়িতে পাঁচদিন থাকতে হয়েছিল বুদ্ধদেবকে। তারপরেও ওই বাড়িতে বহুবার এসে থেকেছেন তিনি। পছন্দের খাবার খেয়েছেন। সম্প্রতি বুদ্ধদেববাবুর মৃত্যুতে সেইসব স্মৃতি ফিরে এসেছে কোচবিহারের নাট্যসংঘ এলাকার মনোজ রায়ের বাড়িতে। যেদিন প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রীর মৃত্যু হল সেদিন সকাল থেকেই মন খারাপ হয়ে যায় মনোজ রায়ের। প্রায় ৫৬ বছরের পরিচিতি ছিল তাঁদের। তিনিও আজ অশীতিপর। তাই ভাঙা মনেই শেষশ্রদ্ধা জানালেন রাজ্যের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রীকে। কোচবিহার শহরতলির নাট্যসংঘ এলাকায় বাড়ি মনোজ রায়ের। ১৯৬৮ সাল থেকে তিনি বামপন্থী আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত। বর্তমানে কলকাতায় থাকেন প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রীর মৃত্যুতে বেশ ভেঙে পড়েছেন। ২০০৯ সালে শেষবার দেখা হয়েছিল তাঁদের। মুখ্যমন্ত্রী থাকার সুবাদে কোচবিহার সার্কিট হাউসে উঠেছিলেন সেবার। তবে হঠাৎ করেই নাট্যসংঘের বাড়িতে চলে আসেন। প্রায় দু'ঘণ্টা ছিলেন।

স্মৃতি-২

তোর্সা বা তিস্তার বোরোলি মাছের স্বাদ কারও অজানা নয়। বাইরের থেকে কোচবিহারে এলে একবার অন্তত পক্ষে বোরোলি মাছ খেয়ে যাওয়ার চেষ্টা করছেন। বোরোলির প্রতি ভালোবাসা ছিল রাজ্যের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যের। ৮ অগাস্ট কলকাতার পার্ক এভিনিউয়ের বাড়িতে মৃত্যু হয় বুদ্ধদেবের। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৮০ বছর। তাঁর মৃত্যু সংবাদ ছড়িয়ে পড়তেই স্মৃতি কথায় ভাসতে শুরু করেন সবাই। কোচবিহারে এলে বোরোলি মাছ খেতেন বুদ্ধদেব। বোরোলির ঝোল, ভাজা তাঁর পাতে পড়ত। শোনা যায়, একবার না কি তিনি বোরোলি মাছ নিয়েও গিয়েছিলেন। বৃহস্পতিবার তাঁর প্রয়াণের পর মন খারাপ হয়ে যায় সার্কিট হাউসের কর্মী বাবলা ইসলামের। তাঁর কথায়, 'বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যকে দুইবার কাছ থেকে দেখেছি। সার্কিট হাউসের কর্মী হওয়ার সুবাদে খাবার পৌঁছে দিয়েছি। আমাদের সঙ্গে খুবই ভালোভাবে কথা বলতেন। দিনেরবেলা বোরোলি ভাজা, ঝোল দিয়ে ভাত খেতেন। রাতে খেতেন রুটি ও দেশি মুরগির মাংস। চিনি ছাড়া ব্ল্যাক কফি খেতেন।' বুদ্ধদেবের মন্ত্রীসভার সদস্য ছিলেন কোচবিহারের প্রাক্তন বনমন্ত্রী অনন্ত রায়। স্মৃতি কথা বলতো গিয়ে তিনি বলেন, "২০০৬ সালে আমি মন্ত্রী হওয়ার পর মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যকে বোরোলি মাছ উপহার দিয়েছিলাম।"

স্মৃতি-৩

গ্রেটার আন্দোলন যখন একেবারে তুঙ্গে। সেই সময় বুদ্ধবাবু কোচবিহারে এসেছিলেন। এয়ারপোর্টের মাঠে বিরাট সভা হয়েছিল। সেই সভায় বক্তব্য রেখেছিলেন বুদ্ধবাবু। পশ্চিমবঙ্গকে যারা ভাগ করতে চাইছেন তাদের বিরুদ্ধে জোরালো আওয়াজ তুলেছিলেন তিনি।

ম্যারাথন দৌড় দিয়ে স্বাধীনতা দিবসের সূচনা এসটিএস ক্লাবের পক্ষ থেকে

নিজস্ব সংবাদদাতা, জলপাইগুড়ি: ম্যারাথন দৌড় দিয়ে স্বাধীনতা দিবসের শুভ সূচনা এসটিএস ক্লাবের পক্ষ থেকে। প্রতিবছরের ন্যায় এবারও তারা স্বাধীনতা দিবসের প্রাক্কালে এই ম্যারাথন দৌড়ের আয়োজন করেন, সেখানে দূর-দুরান্ত থেকে প্রতিযোগিরা অংশগ্রহণ করেন। শংসাপত্র মেডেলের পাশাপাশি নগদ অর্থ পুরস্কার রয়েছে। ধূপগুড়ি সোনাতলাহাট থেকে শুরু করে ১২ কিলোমিটার ম্যারাথন দৌড় সমাপ্ত হয় এসটিএস ক্লাবের সামনে। এই দৌড়ের শুভ সূচনা করেন ধূপগুড়ির গর্ব তথা ইস্টবেঙ্গল ক্লাবের উদীয়মান খেলোয়াড় দেবজিৎ রায়। খেলা শেষে এক থেকে পাঁচ তথা প্রথম দ্বিতীয় তৃতীয় চতুর্থ এবং পঞ্চম যারা রয়েছেন তাদের হাতে নগদ অর্থ এবং শংসাপত্র তুলে দেন ক্লাবের পক্ষ থেকে। প্রথম স্থান অধিকার করে প্রিন্স রায় যাদব, অযোধ্যা উত্তরপ্রদেশ, তিনি ৩৩ মিনিটে সমাপ্ত করেন এই ম্যারাথন দৌড়, দ্বিতীয় স্থান অধিকার করে ইসলাম আলী (লক্ষ্নৌ) এবং তৃতীয় স্থান অধিকার করে শৈলেশ কুসুয়া (প্রয়াগরাজ)। নগদ অর্থ এবং মেডেল পেয়ে তারা খুবই উৎসাহিত তারা এবারে প্রথম এই ধূপগুড়ির মাটিতে পা রাখেন এবং প্রাথমিক বাড়ে কি এই সফলতা পান এবং আগামী দিনেও তারা এই প্রতিযোগিতা অংশগ্রহণ করবেন বলে জানান তারা।

পঞ্চানন বর্মার মূর্তিতে মাল্যদান করে শ্রদ্ধা জ্ঞাপন

নিজস্ব সংবাদদাতা, কোচবিহার: শনিবার সকালে কোচবিহার পঞ্চানন বর্মার মূর্তিতে মাল্যদান করে শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করলো উত্তরবঙ্গ রাষ্ট্রীয় পরিবহণ সংস্থার চেয়ারম্যান পার্থ প্রতিম রায়। প্রসঙ্গত গতকাল কোচবিহার পঞ্চানন বর্মা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা দিবস পালন করা হয় বিদ্যালয়ের হল ঘরে। তবে যার নামে এই বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করা হয়েছে সেই বিদ্যালয়ের সামনে তার বিরাট বড় মূর্তি থাকলেও সেই মূর্তিতে মাল্যদান করেনি বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ। আর এই কথা কানে আসতেই শনিবার সকালে তিনি পঞ্চানন বর্মার মূর্তিতে মাল্যদান করে শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করলেন।

যৌন নিগ্রহের অভিযোগ

নিজস্ব সংবাদদাতা, মাথাভাঙ্গা: প্রাথমিক স্কুলের প্রধান শিক্ষকের বিরুদ্ধে চতুর্থ শ্রেণির পড়ুয়াকে যৌন নিগ্রহের অভিযোগ ঘিরে উত্তেজনা ছড়াল। ১৪ অগাস্ট বুধবার ওই ঘটনাকে কেন্দ্র করে উত্তেজনা ছড়ায় কোচবিহারের মাথাভাঙ্গায়। পড়ুয়ার পরিবারের অভিযোগ, মঙ্গলবার স্কুলের মধ্যে ওই ঘটনা ঘটে। বুধবার অভিভাবক ও প্রতিবেশীরা তা নিয়ে বিক্ষোভে ফেটে পড়েন। অভিযুক্তকে ঘেরাও করে বিক্ষোভ চলতে থাকে। পরে পুলিশ গিয়ে অভিযুক্তকে উদ্ধার করে থানায় নিয়ে। পুলিশ জানিয়েছে, ঘটনার তদন্ত চলছে।

আরজিকর কাণ্ডের প্রতিবাদে ১২ ঘণ্টার বন্ধ ডাকলো এসইউসিআই

নিজস্ব সংবাদদাতা, মালদা: আরজিকর কান্ডের প্রতিবাদে শুক্রবার রাজ্য জুরে ১২ ঘন্টার ধর্মঘটের ডাক দেয় বামদল এসইউসিআই। কিন্তু এই ধর্মঘটের কোন প্রভাব পড়ল না মালদায়। শুক্রবার সকাল থেকেই এসইউসিআই দলের কর্মীরা রাস্তায় নেমে পিকেটিং করেন, বিক্ষোভ দেখান। পথ অবরোধ করে ধর্মঘট সফল করার চেষ্টা চালান। কিন্তু পুলিশি তৎপরতার কারণে খুব বেশিক্ষণ অবরোধ চালিয়ে যাওয়া সম্ভবপর হয়নি। সব মিলিয়ে মালদায় এসইউসিআই-এর ধর্মঘটের কোন প্রভাব পড়েনি। শুক্রবার সকাল থেকেই মালদার জনজীবন স্বাভাবিক রয়েছে। অন্য দিকে এসইউসিআই-এর পক্ষ থেকে বার ঘন্টা বাংলা বন্ধের ডাকে গাজোলের রাস্তায় যানবাহন চলাচল দেখা যায়নি যদিও ছোটখাটো যানবাহন চলেছে। কিন্তু অফিস-যাত্রীদের ভরসা শুধু সরকারি বাস। হাতেগোনা কয়েকটা সরকারি বাস দেখা যায়। এইদিন সকাল সাড়ে সাতটা থেকে আরজি করের ঘটনার প্রতিবাদে বন্ধের ডাক দিয়ে প্রতিবাদ মিছিল করেন এসইউসিআই সংগঠনের কর্মীরা। গাজোলের প্রতিটি মোড়ে মোড়ে পুলিশ পিকেটিং রয়েছে। এইদিন এসইউসিআই মিছিলটি গাজোল পরিক্রমা করে এবং যেসব দোকান খোলার রয়েছে এবং বাজারে যেসব দোকান খোলা রয়েছে তাদেরকে বন্ধ করার জন্য আবেদন জানান।

শান্তির জন্য দৌড়

নিজস্ব সংবাদদাতা, কোচবিহার: শান্তির জন্য দৌড় প্রতিযোগিতা হল কোচবিহার কলেজে। ১৪ অগাস্ট বুধবার ওই প্রতিযোগিতা হয়। কোচবিহার কলেজের অধ্যক্ষ পঙ্কজ দেবনাথ জানান, প্রায় সাড়ে সাত কিলোমিটার দৌড়ে কলেজের ছাত্র-ছাত্রীরা অংশগ্রহণ করেছেন। প্রথম হয়েছেন এনজামামুল হক, দ্বিতীয় প্রীতম বর্মণ এবং তৃতীয় হয়েছেন বিজন মোদক। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন কোচবিহার পুরসভার চেয়ারম্যান রবীন্দ্রনাথ ঘোষ।

জাঁকজমকপূর্ণ অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে শুরু হলো বৈকুণ্ঠপুর রাজবাড়ির মনসা পুজো

নিজস্ব সংবাদদাতা, জলপাইগুড়ি: জাঁকজমকপূর্ণ অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে জলপাইগুড়িতে শুরু হলো বৈকুণ্ঠপুর রাজবাড়ির ৫১৫ বছরের মনসা পুজো। বৈকুণ্ঠপুর রাজবাড়ির ঐতিহ্যবাহী মনসা পুজো উত্তরবঙ্গের সবচেয়ে প্রাচীন। এই মনসা পুজোকে কেন্দ্র করে বৈকুণ্ঠপুর রাজবাড়ি প্রাঙ্গণে শুরু হয়ে গেছে বিশাল মেলা। বাংলার সবচেয়ে বড় এই মনসা পুজো চলবে ১৯ আগস্ট পর্যন্ত। যদিও মনসা মেলা চলবে ৬ দিন ধরে। প্রতি বছরের মতো এবারও রাজবাড়ি মন্দির প্রাঙ্গনেই তৈরি করা হয়েছে মা মনসার প্রতিমা। বৈকুণ্ঠপুর রাজ পরিবারের দুই প্রতিষ্ঠাতা বিশ্ব সিংহ ও শিস্য সিংহ ১৫১০ খৃষ্টাব্দে এই পুজোর সূচনা করেছিলেন। এখন এই পুজোর আয়োজন করেন রাজ পরিবারের বর্তমান সদস্য প্রণতকুমার বসু ও তাঁর পরিবারের সদস্যরা। এই পুজো উপলক্ষ্যে বিষহরির মনসামঙ্গল পালাগান শোনার জন্য দূর দুরান্ত থেকে ভক্তরা ছুটে আসেন। রাজ পরিবারের পুরোহিত শিবু ঘোষাল বলেন, প্রাচীন রীতি মেনেই রাজবাড়ির এই পুজোয় মনসা দেবী আটটি বিশেষ রূপে পূজিত হন। এছাড়া অনন্ত নাগ, বাসুকী, পদ্মা, মহাপদ্মা, কুলির, কর্কট, শঙ্খ, ইষ্টনাগ সহ দশ রকমের নাগ প্রতিমারও পুজো হয় এখানে।

পুজোর সমস্ত আয়োজন করা হয় এখানে। তিনদিন ধরে চলা পুজোয় প্রতিদিন ভিন্ন রকমের ভোগ দেওয়া হয় দেবীকে। কোনদিন দেওয়া হয় পোলাও। আবার কোনদিন থাকে ভাত ও খিচুড়ি। একইসাথে নিবেদন করা হয় মাছ ও মাংসের বিভিন্ন পদ। পুজো হয় মনসাদেবীর স্বামী জরদকার মুনির। এছাড়া মন্দির প্রাঙ্গনে বেহুলা, লখিন্দর ও গদা, গদানির পুজো করা হয়। বৈকুণ্ঠপুর রাজ পরিবারের পুরোহিত শিবু ঘোষাল জানান, পুজো তিনদিন হলেও এখানে ছয়দিন ধরে মেলা চলবে।

কন্যাশ্রী দিবস উপলক্ষে কোচবিহারে একটি শোভা যাত্রার আয়োজন

নিজস্ব সংবাদদাতা, কোচবিহার: ১৪ই অগাস্ট কন্যাশ্রী দিবস। আর সেই কন্যাশ্রী দিবস উপলক্ষে কোচবিহারে একটি শোভা যাত্রা বের হলো কোচবিহারের বিভিন্ন স্কুলের ছাত্রীদের নিয়ে। এদিনের এই শোভাযাত্রা কোচবিহার শহরের সাগরদিঘি চত্বরের ল্যান্স ডাউন হল থেকে বের হয়ে কোচবিহার রবীন্দ্র ভবনের দিকে যাবে বলে জানা যায়।এরপর রবীন্দ্র ভবনে যাওয়ার পর সেখানে এই কন্যাশ্রী দিবস উপলক্ষে বিভিন্ন অনুষ্ঠান রয়েছে যেখানে অংশগ্রহণ করবে ওই ছাত্রীরা। এদিন এই বিষয়ে কন্যাশ্রী রূপশ্রী কোচবিহার জেলা শাখার টিপিএম জানান, আজ তাদের এই মিছিল কন্যাশ্রী দিবস উপলক্ষে। এই কন্যাশ্রী দিবস

উপলক্ষে আজ তাদের বিভিন্ন অনুষ্ঠান রয়েছে যেটা অনুষ্ঠিত হবে কোচবিহার রবীন্দ্র ভবনে।

নেতৃত্বের পরিবর্তন ঘটাচ্ছে সোনি পিকচার্স নেটওয়ার্ক ইন্ডিয়া

কলকাতা: সোনি পিকচার্স নেটওয়ার্ক ইন্ডিয়া (এসপিএনআই) কৌশলগত বৃদ্ধি এবং কর্মক্ষমতার প্রতি তার প্রতিশ্রুতি প্রদর্শন করে তিনটি মূল নেতৃত্বের পরিবর্তন ঘোষণা করেছে। এটি এসপিএনআই-এর যাত্রার জন্য গুরুত্বপূর্ণ, যার প্রত্যেকেই তাদের নিজ নিজ ভূমিকায় অনন্য দক্ষতা এবং নতুন দৃষ্টিভঙ্গির প্রচার করে।

সোনি এন্টারটেইনমেন্ট টেলিভিশন (সেট /SET), একাধিক শীর্ষস্থানীয় মিডিয়া কোম্পানিতে সমৃদ্ধ কর্মজীবনের সাথে অভিজ্ঞ শিল্পপতি নচিকেত পান্তবৈদ্যকে কোম্পানির ব্যবসায়িক প্রধান হিসেবে নির্বাচিত করেছে। পাশাপাশি, সেট-এ যোগদান করার সময়, তিনি সোনি পিকচার্স ইন্টারন্যাশনাল প্রোডাকশন (এসপিআইপি)-এ জেনারেল ম্যানেজার হিসেবে কর্মরত ছিলেন, যা তিনি অব্যাহত রাখবেন। নচিকেত, এসপিএনআই-তে পূর্ববর্তী ভূমিকাগুলিতে অসাধারণ দক্ষতা প্রদর্শন করেছেন। তার সমৃদ্ধ অভিজ্ঞতা তাকে উভয় প্ল্যাটফর্মে ব্যতিক্রমী বিনোদনের অভিজ্ঞতা প্রদান করতে সক্ষম করবে।

অজয় ভালওয়াঙ্কার, সোনি এন্টারটেইনমেন্ট টেলিভিশনের প্রাক্তন প্রধান সৃজনশীল পরিচালক, বর্তমানে SPNI-এর মারাঠি চ্যানেলের প্রধান হিসেবে কর্মরত। তার নেতৃত্বে, চ্যানেলটি উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। অজয়ের কৌশলগত দৃষ্টিভঙ্গি এবং সৃজনশীল বুদ্ধিমত্তাও সোনি এসএবি-কে নেতৃত্ব দেবে, যা চ্যানেলের দর্শকদের জন্য নতুন কনটেন্ট নিশ্চিত করবে এবং মানসম্পন্ন বিনোদনের জন্য এর খ্যাতিকে আরও শক্তিশালী করবে।

সোনি পিকচার্স নেটওয়ার্ক ইন্ডিয়া-এর ইংরেজি, বাংলা এবং ইনফোটেইনমেন্ট চ্যানেলের বিজনেস হেড তুষার শাহের ১৮ বছরেরও বেশি অভিজ্ঞতা রয়েছে এবং তিনি শিল্পে প্রবৃদ্ধি ও লাভজনকতাকে চালিত করেছেন। এমনকি, তিনি পশ্চিমবঙ্গেও সফলভাবে সোনি আট-এর সম্প্রসারণ করেছেন। তুষার বর্তমানে সোনি ম্যাক্স, ম্যাক্স এইচডি, ম্যাক্স ২, সোনি ওয়াহ, এবং সোনি পাল-এর তত্ত্বাবধান করবেন, যার লক্ষ্য উদ্ভাবন চালানো এবং তাদের বাজারে উপস্থিতি বাড়ানো।

পিরিয়ডের ব্যথায় আরাম দিতে বায়ারের স্যারিডন ওমেন

কলকাতা: মহিলাদের পিরিয়ডের ব্যথা উপশমে সাহায্য করার জন্য বায়ার, স্যারিডন ওমেন নামে একটি নতুন পণ্য চালু করেছে। লঞ্চ ক্যাম্পেইন, #নোপেইনপিরিয়ড- এর অংশ হিসেবে এটি ভারতে প্রথম এবং প্যারাসিটামলের কার্যকারিতাকে হাইয়োসিন বুটিলব্রোমাইড নামক উদ্ভিদ-ভিত্তিক অণুর সঙ্গে একত্রিত করে তৈরি পণ্য। যা দ্রুত কাজ করবে বলে আশা করা হচ্ছে। এবং পেটে ব্যথা, পিঠে ব্যথা এবং মাথাব্যথা থেকে দীর্ঘস্থায়ী আরাম দেবে। এটি রয়াল কলেজ অফ অবস্টেট্রিশিয়ানস অ্যান্ড গাইনোকোলজিস্ট- এর দ্বারা সুপারিশ করা।বেশিরভাগ মহিলাই পিরিয়ডের সময় তীব্র ব্যথা অনুভব করেন, যা তাদের দৈনন্দিন জীবনকে ব্যাহত করতে পারে। স্যারিডন ওমেন একটি নির্ভরযোগ্য এবং কার্যকর সমাধান দেওয়ার লক্ষ্য রাখে।বায়ারের কান্ট্রি হেড, সন্দীপ ভার্মা বলেছেন, "স্যারিডন ওমেন মহিলাদের স্বাস্থ্যের জন্য একটি গেম-চেঞ্জার। এটি তাদের মঙ্গলে এবং সুবিধাকে অগ্রাধিকার দিতে এবং বিনাবাধায় পিরিয়ডের দিনগুলি কাটানোর ক্ষমতা দেবে।" ডাঃ রশ্মি যোগীশ, একজন বিখ্যাত গাইনোকোলজিস্ট, যোগ করেছেন, "মহিলাদের এমন একটি পণ্যের প্রয়োজন যা পিরিয়ডের ব্যথা থেকে কার্যকর এবং দীর্ঘস্থায়ী উপশম প্রদান করে। স্যারিডন ওমেন এই শূন্যতা পূরণ করে।"

স্যারিডন ওমেন মহিলাদের স্বাস্থ্য এবং সুস্থতার অগ্রগতির জন্য বায়ারের প্রতিশ্রুতির প্রতিনিধিত্ব করে। এটি মহিলাদের জন্য স্বাস্থ্যসেবা সমাধানকে অ্যাক্সেসযোগ্য করে তোলা এবং তাদের সামগ্রিক মঙ্গলকে অগ্রাধিকার দেওয়ার ক্ষেত্রে একটি মাইলফলক বলে মনে করা হচ্ছে।

আমন্ডের সঙ্গে স্বাস্থ্যকর রাখি উদযাপন

কলকাতা: রাখি বন্ধন ভাইবোনদের জন্য একটি বিশেষ দিন। এই বছর, আপনার ডায়েটে আমন্ডের মতো স্বাস্থ্যকর খাবার অন্তর্ভুক্ত করে এই উৎসবের দিনকে আরও অর্থবহ করে তুলুন।উৎসবের দিনে প্রায়শই অস্বাস্থ্যকর খাবারের দিকে মন যায়, যা গুরুতর স্বাস্থ্যের উদ্বেগের কারণ হতে পারে। এই দিনগুলিতে আমন্ড একটি পুষ্টিকর পছন্দ হয়ে উঠতে পারে যা রক্তে শর্করার মাত্রা এবং কোলেস্টেরল কম রাখতে সহায়তা করে, হার্টের স্বাস্থ্যের পক্ষেও যথেষ্ট ভালো।বলিউড অভিনেত্রী সোহা আলী খান গ্রিলড আমন্ড বরফি নামে এক সুস্বাদু এবং স্বাস্থ্যকর মিষ্টি প্রস্তুতের কথা বলেছেন। পুষ্টিবিদরা আমন্ডের মতো খাবারের বিকল্প বেছে নিয়ে স্বাস্থ্যকর উপায়ে উৎসব উপভোগ করার পরামর্শ দেন। ইন্ডিয়ান কাউন্সিল অফ মেডিকেল রিসার্চ আমন্ডকে পুষ্টিকর বাদাম হিসাবে স্বীকৃতি দেয় যা সুস্বাস্থ্যের জন্য প্রতিদিন খাওয়া যেতে পারে।ত্বক বিশেষজ্ঞ ডাঃ গীতিকা মিত্তাল গুপ্ত আমন্ডের মতো প্রাকৃতিক খাদ্য বিকল্পে ফোকাস করার পরামর্শ দেন, যা ত্বকের স্বাস্থ্য ঠিক রাখে। আমন্ডের ব্যবহার ইউভিবি আলোর থেকে ত্বককে সুরক্ষিত রাখতে এবং ত্বকের মান উন্নত করতে সহায়তা করতে পারে। এই রাখি বন্ধনে স্বাস্থ্যকর উদযাপন নিশ্চিত করার জন্য স্মার্ট খাবার বেছে নিন আপনার ডায়েটে আমন্ড অন্তর্ভুক্ত করুন এবং আপনার এবং প্রিয়জনদের স্বাস্থ্যকে সুরক্ষিত রাখুন।

নদিয়ায় বিনিয়োগ সচেতনতা কর্মসূচি পরিচালনা সিডিএসএল আইপিএফ-এর

নদিয়া: সিডিএসএল ইনভেস্টর প্রোটেকশন ফান্ড (CDSL IPF) নদিয়ার পুলিশ অফিসারদের জন্য একটি বিনিয়োগ সচেতনতা কর্মসূচির আয়োজন করেছে। প্রোগ্রামটি আর্থিক সাক্ষরতার প্রচারের উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করে এবং বিনিয়োগকারীদের পুঁজিবাজারে তাদের বিনিয়োগের বিষয়ে জ্ঞাত সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য ক্ষমতায়ন করে, পাশাপাশি বিনিয়োগের মূল নীতি আবিষ্কার করে। ব্যাপকভাবে অংশগ্রহণকারীদের অন্তর্ভুক্ত করার জন্য, এই উদ্যোগে বাংলা, ইংরেজি এবং হিন্দি ভাষায় অনুষ্ঠান পরিচালনা করা হয়। বক্তারা পুলিশ অফিসারদের জন্য বিনিয়োগের ধারণাগুলিকে সরলীকৃত করেন, বিনিয়োগের মূল বিষয় এবং ডিপোজিটরির কার্যকারিতার মতো বিষয়গুলিকে কভার করেন।

যেহেতু ইনভেস্টর এডুকেশন পুঁজিবাজারে আর্থিক অন্তর্ভুক্তি অর্জনে একটি মুখ্য ভূমিকা পালন করে, তাই সিডিএসএল আইপিএফ বিনিয়োগকারীদের পুঁজিবাজারের জটিলতাগুলিকে আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে নেভিগেট করতে এবং #আত্মনির্ভরনিবেশক হওয়ার প্রয়োজনীয় জ্ঞান এবং দক্ষতা প্রদানের লক্ষ্য রাখে। আর্থিক সাক্ষরতা ছড়িয়ে দিতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ, সিডিএসএল আইপিএফ এই বছর দেশব্যাপী আরও বিনিয়োগকারী সচেতনতামূলক কর্মসূচি পরিচালনা করবে। ২০২৩-২৪ অর্থবছরে, সিডিএসএল আইপিএফ ইংরেজি, হিন্দি এবং অন্যান্য ১৬টি ভারতীয় ভাষায় ২৩৪৫টি আইএপি পরিচালনা করেছে যা ভারত জুড়ে ১.৪৫ লক্ষেরও বেশি বিনিয়োগকারীদের কাছে পৌঁছেছে।

রাখি বন্ধন উদযাপনে শপসি স্পেশাল 'রাখি স্টোর'

কলকাতা: শপসি রক্ষা বন্ধন উদযাপনের জন্য তার 'রাখি স্টোর' চালু করেছে। যেখানে ৪৯ টাকা থেকে শুরু করে দশ হাজারের বেশি রাখির ডিজাইন এবং এক্সক্লুসিভ উপহার কম্বো অফার থাকছে। স্টোরটি ভারত জুড়ে বিভিন্ন স্বাদ এবং পছন্দকে তুলে ধরে, একটি নিরবচ্ছিন্ন এবং সাশ্রয়ী মূল্যের কেনাকাটার অভিজ্ঞতা প্রদান করে। গ্রাহকরা ঐতিহ্যবাহী এবং সমসাময়িক রাখির ডিজাইন, সুন্দরভাবে কিউরেট করা উপহার কম্বো, ফ্যাশন আইটেম, চকলেট এবং আরও অনেক কিছু পেতে পারেন। পোশাক, সৌন্দর্য এবং বাড়ির মতো জনপ্রিয় বিভাগে শপসির বিস্তৃত পরিসরে অফার থাকছে। পরিবার-ভিত্তিক ক্রেতাদের বিশেষ অনুষ্ঠানের জন্য এটি অন্যতম পছন্দের স্টোর হয়ে উঠতে পারে।

'রাখি স্টোর' বিভিন্ন যেসব স্পেশাল উপহার পাওয়া যাচ্ছে তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল 'রাখি কম্বোস'। মিষ্টি এবং পার্সোনালাইজড উপহারের সঙ্গে পাওয়া যাবে রাখি; রুপোর রাখি যা ভালবাসা এবং যত্নের প্রতীক, ইতিবাচকতা প্রচার করে; এছাড়াও থাকছে 'রাখি ব্রেসলেট' স্টাইলিশ ওয়্যারেবল যা ভাইবোনেরা অন্যান্য সময়েও পরে থাকতে পারবে।উচ্চ-মানের পণ্য অফার করার জন্য শপসি-এর প্রতিশ্রুতি ভারত জুড়ে প্রযুক্তি-সচেতন গ্রাহকদের ক্রমবর্ধমান চাহিদা পূরণ করা। 'রাখি স্টোর' নিশ্চিত করে যে প্রতিটি ভাইবোনের বন্ধন যেন দৃঢ় থাকে। আজই শপসি-তে যান এবং আপনার ভাইবোনের বন্ধন উদযাপনে বিস্তৃত পণ্য এবং অপ্রতিরোধ্য ডিলগুলি খুঁজে বের করুন।

৭৮-তম স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষে এনএসই এমডি শ্রী আশিষকুমার চৌহানের মন্তব্য

শিলিগুড়ি: ভারতবর্ষের ৭৮তম স্বাধীনতা দিবসের অভিনন্দন জানিয়ে এনএসই-এর এমডি এবং সিইও শ্রী আশিষকুমার চৌহান জানিয়েছেন যে, আমরা আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রামীদের আত্মত্যাগের জন্য কৃতজ্ঞ, তাঁরা একটি প্রগতিশীল এবং সমৃদ্ধ দেশের স্বপ্ন দেখেছিলেন বলেই আজ আমরা স্বাধীনভাবে জীবনযাপন করতে সক্ষম হয়েছি। তিনি আরও যোগ করে জানিয়েছেন যে, আমরা ভারতের পরবর্তী নিয়ন্ত্রক হওয়ার পাশাপাশি ভারতে সম্পদ সৃষ্টি করার মাধ্যমে অন্তর্ভুক্তিমূলক সম্প্রদায় গঠন করার প্রয়াস করছি। এনএসই বিনিয়োগকারীদের সচেতনতা ও সুরক্ষার জন্য যোগাচ্ছে, পুঁজিবাজারকে ক্রমাগত উৎসাহ যোগাচ্ছে, আমরা বিনিয়োগকারী সম্প্রদায় গঠন করতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।

অক্সিকা কটনের প্যাট রিপোর্ট প্রকাশ

কলকাতা: অক্সিটা কটন লিমিটেড, একটি নেতৃস্থানীয় তুলা পণ্য প্রস্তুতকারক, ১:৩ শেয়ারের বোনাস ইস্যু ঘোষণা করেছে। এর মানে হল প্রতি ৩টি শেয়ারের জন্য, শেয়ারহোল্ডাররা ১টি অতিরিক্ত শেয়ার পাবেন।কোম্পানিটি ২০২৫ সালের প্রথম ত্রৈমাসিকের জন্য তার আর্থিক ফলাফলও রিপোর্ট করেছে, যার নেট মুনাফা ৩.৫৪ কোটি এবং মোট আয় ১৫৪.৯৬ কোটি।৩১ মার্চ, ২০২৪-এ সমাপ্ত বছরে, অক্সিকা কটন-এর নীট লাভ হয়েছে ২০.৩৩ কোটি, কর পূর্বে লাভ ২৭.৩০ কোটি এবং মোট আয় ১,১০৪.৩৮ কোটি টাকা।

চেয়ারম্যান এবং ম্যানেজিং ডিরেক্টর, মি. নিতিনভাই প্যাটেল, চ্যালেঞ্জিং শিল্প পরিস্থিতি সত্ত্বেও শক্তিশালী ত্রৈমাসিক ফলাফলে খুশি প্রকাশ করেছেন। তিনি টেক্সটাইল শিল্পকে সমর্থন এবং এর বৈশ্বিক প্রতিযোগিতা বাড়াতে সরকারের প্রচেষ্টারও প্রশংসা করেন।

অক্সিটা কটন লিমিটেডের উৎপাদন সুবিধা গুজরাটে অবস্থিত, যা এটিকে উচ্চ-মানের কাঁচামাল এবং উৎকৃষ্ট পণ্য উৎপাদন করতে সাহায্য করে। কোম্পানিটি জৈব তুলার ক্রমবর্ধমান চাহিদা থেকেও উপকৃত হচ্ছে, যা আগামী বছরে আরও বাড়বে বলে আশা করা হচ্ছে। সামগ্রিকভাবে, অক্সিটা কটন লিমিটেড ভাল পারফর্ম করছে এবং তারা ভবিষ্যত বৃদ্ধির সম্ভাবনা সম্পর্কে আত্মবিশ্বাসী।

ফ্লিপকার্ট-এর সমর্থ বিক্রয় ইভেন্টের অষ্টম সংস্করণের সাথে উদযাপন করুন ৭৮তম স্বাধীনতা দিবস

বেঙ্গালুরু: ফ্লিপকার্ট, ভারতের ই-কমার্স জায়ান্ট, দেশের ৭৮ তম স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষে তার অষ্টম "ক্রাফ্টেড বাই ভারত" সমর্থ বিক্রয় ইভেন্টের ঘোষণা করেছে, এটি ১৫ই আগস্টে অনুষ্ঠিত হতে চলেছে। ফ্লিপকার্টের এই সমর্থ ইভেন্টটি বছরে দু'বার অনুষ্ঠিত হয়, যেখানে লক্ষ লক্ষ কারিগর, তাঁতি, সরকারী সংস্থা, এনজিও, এলজিবিটিকিউ+ সম্প্রদায়, গ্রামীণ উদ্যোক্তা এবং মহিলা উদ্যোক্তারা প্রায় ২৫,০০০ টিরও বেশি হস্তশিল্প পণ্যের সাথে ভারতের ঐতিহ্যকে তুলে ধরে। এখানে কাঠের শিল্প, ধাতু-কাস্টিং আর্ট এবং ঐতিহ্যবাহী আসবাবপত্রের মতো ১০০ টিরও বেশি ঐতিহ্যবাহী শিল্পের ফর্মগুলি প্রদর্শিত হয়।ফ্লিপকার্ট-এর এই ইভেন্টে আগ্রা, জয়পুর, লক্ষ্ণৌ, সাহারানপুর, সুরাট এবং বারাণসীর মতো শহর ও শহরতলি অঞ্চলের এমএসএমই-গুলিকে সংস্থান সরবরাহ করবে। অংশগ্রহণকারী কারিগরদের দৃশ্যমানতা এবং আবিষ্কারযোগ্যতা বাড়ানোর জন্য কোম্পানি ক্রমাগত প্ল্যাটফর্মের আপগ্রেড করে চলেছে।

২০১৯ সালে চালু হওয়া এই ফ্লিপকার্ট সামর্থ হল একটি দেশব্যাপী উদ্যোগ যার লক্ষ্য এমএসএমই, কারিগর এবং সুবিধাবঞ্চিত সম্প্রদায়গুলিকে উন্নত জীবনযাপনের জন্য একটি অন্তর্ভুক্তিমূলক ডিজিটাল প্ল্যাটফর্ম প্রদান করা। এই উদ্যোগটি বিভিন্ন ভারতীয় সংস্থার সাথে কৌশলগত সম্পৃক্ততার মাধ্যমে সহজতর করা সম্ভব হয়েছে।

'ক্রাফ্টেড বাই ভারত'-এর অষ্টম সংস্করণ সম্পর্কে মন্তব্য করে ফ্লিপকার্ট গ্রুপ-এর চিফ কর্পোরেট অ্যাফেয়ার্স অফিসার রজনীশ কুমার বলেছেন, "আমরা ফ্লিপকার্টে ভারতের ৭৮ তম স্বাধীনতা দিবস উদযাপন করতে '"ক্রাফ্টেড বাই ভারত"-এর অষ্টম সংস্করণ চালু করেছি। ইভেন্টটি স্থানীয় হস্তশিল্পের প্রচার করে এবং সমর্থ প্রোগ্রামের মাধ্যমে এমএসএমই-কে সমর্থন করে। এই প্রোগ্রামের মাধ্যমে আমাদের লক্ষ্য হল বিক্রেতাদের ডিজিটাল মার্কেটপ্লেসে উন্নতির জন্য ক্ষমতায়ন করা এবং তাদের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ঘটানো।"

এনএফও-এর জন্য সাবস্ক্রিপশন শুরু করেছে বন্ধন মিউচুয়াল ফান্ড

কলকাতা: বন্ধন মিউচুয়াল ফান্ড, ভারতের নেতৃস্থানীয় ব্যাঙ্কগুলিকে ট্র্যাক করার জন্য বন্ধন নিফটি ব্যাঙ্ক ইনডেক্স ফান্ড চালু করেছে, এটি একটি ওপেন-এন্ডেড স্কিম। এটি বিনিয়োগকারীদের ভারতের সবচেয়ে বড় লিকুইড ব্যাঙ্কিং স্টকগুলিতে বিনিয়োগ করার একটি সুবিধাজনক সুযোগ দিয়েছে। ২০২৪-এর ৮ আগস্ট থেকে ২২ আগস্ট পর্যন্ত বিনিয়োগকারীরা ব্যাঙ্কের নতুন তহবিল অফার (এনএফও) – এ নিবন্ধন করতে পারবেন। বিনিয়োগগুলি লাইসেন্সপ্রাপ্ত মিউচুয়াল ফান্ড ডিস্ট্রিবিউটর, অনলাইন প্ল্যাটফর্ম বা সরাসরি https://bandhanmutual.com/nfo/bandhan-nifty-bank-index-fund/- এর মাধ্যমে করা যেতে পারে।

বন্ধন এএমসি সিইও বিশাল কাপুর বিনিয়োগকারীদের জন্য বন্ধন নিফটি ব্যাঙ্ক সূচক তহবিল বিবেচনা করার পরামর্শ দিয়েছেন। তিনি জানিয়েছেন, "ভারতের জিডিপি বাড়ার সাথে সাথে ক্রেডিট এবং আর্থিক পরিষেবার চাহিদাও ক্রমশ বৃদ্ধি পাচ্ছে, যা ব্যাঙ্কগুলির উন্নতির পথ আরও প্রশস্ত করেছে। আগেও উচ্চ এনপিএ এবং কম মুনাফা দ্বারা বোঝা, ব্যাঙ্কগুলি রূপান্তরিত হচ্ছে। তবে এখন তাদের পুঁজির পরিমান আগের থেকে ভালো, যা দেশের প্রবৃদ্ধি বাড়াতে প্রস্তুত।" ঐতিহাসিক তথ্য অনুযায়ী, বিভিন্ন সময়ের ফ্রেমে রিটার্নের ভিত্তিতে নিফটি ব্যাঙ্ক সূচক ধারাবাহিকভাবে নিফটি ৫০ সূচককে ২% পিএ অতিক্রম কর গেছে। উপরন্তু, এটি বর্তমানে ১০-বছরের গড় P/E অনুপাতের ছাড়ে ট্রেডিং-এর মাধ্যমে বিনিয়োগকারীদের একটি আকর্ষণীয় বিনিয়োগের সুযোগ দিয়েছে।

স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষে কাঁথা এমব্রয়ডারির মাধ্যমে কলকাতার প্রথম মেট্রোর প্রতি এক অনন্য শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ করল টাটা টি প্রিমিয়াম

কলকাতা: টাটা কনজিউমার প্রোডাক্টস লিমিটেডের ফ্ল্যাগশিপ চায়ের ব্র্যান্ড টাটা টি প্রিমিয়াম-দেশ কি চায় এবারের স্বাধীনতা দিবসে ফিরে এসেছে তার #DeshkaGarv-Pradesh Ki Kala ক্যাম্পেন নিয়ে। এই ক্যাম্পেন ভারতের স্বাধীনতা পরবর্তী গৌরবময় যাত্রার গর্বের মুহূর্তগুলো উদযাপন করে। যেমন কলকাতার প্রথম মেট্রো লাইনের লঞ্চ, সঙ্গে থাকছে কাঁথা এমব্রয়ডারির এক অপূর্ব সম্ভার। জাতীয় গর্বের সঙ্গে সঙ্গে আঞ্চলিক গৌরবও উদযাপন করার যে নীতি ব্র্যান্ডের রয়েছে, তার সঙ্গে সঙ্গতি রেখে প্রত্যেকটা সেট এক অনন্য আঞ্চলিক শিল্পের স্টাইলে তৈরি করা হয়েছে। এর অনুপ্রেরণা হিসাবে কাজ করেছে ভারতের বৈচিত্র্যময় রাজ্যগুলোর সংস্কৃতি। টাটা টি প্রিমিয়ামের জাতীয় গর্ব উস্কে দেওয়ার যে নীতি রয়েছে, তার সঙ্গে সঙ্গতি রেখে এই উদ্যোগ ১৯৮০-র দশকে কলকাতায় ভারতের প্রথম মেট্রো লাইনের লঞ্চ তুলে ধরছে প্রাণবন্ত কাঁথা এমব্রয়ডারির মাধ্যমে। এই উদ্যোগ সম্পর্কে পুনীত দাস, প্রেসিডেন্ট

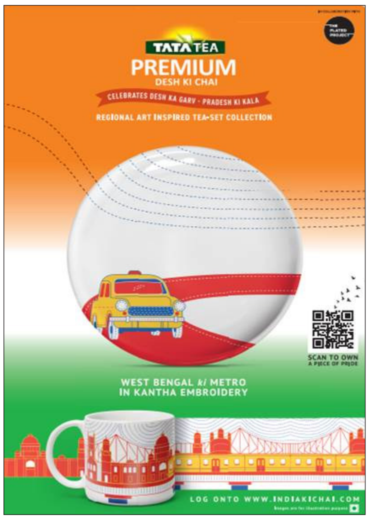

– প্যাকেজড বেভারেজেস (ইন্ডিয়া অ্যান্ড সাউথ এশিয়া), টাটা কনজিউমার প্রোডাক্টস, বললেন "সত্যিকারের 'দেশ কি চায়' হিসাবে টাটা টি প্রিমিয়াম সর্বদা নানারকম স্বাদের পছন্দকে গুরুত্ব দিয়ে এসেছে এবং ভারতের সমৃদ্ধ সংস্কৃতি ও গৌরব উদযাপন করেছে। এবারের স্বাধীনতা দিবসে আমরা #DeshKaGarv - Pradesh Ki Kala সম্ভার লঞ্চ করতে পেরে আনন্দিত। সমষ্টিগত গর্বের জন্ম দেয় যে আঞ্চলিক শিল্পমাধ্যমগুলো, এই সম্ভারে সেগুলোকে সুন্দরভাবে তুলে ধরা হয়েছে।" এই যৌথ উদ্যোগ সম্পর্কে চিত্রেশ সিনহা, দ্য প্লেটেড প্রোজেক্ট বললেন "দ্য প্লেটেড প্রোজেক্ট ও টাটা টি প্রিমিয়ামের নীতি একইরকম। কেবল মুনাফা করা নয়, দুটো ব্র্যান্ডই কিছু প্রভাবশালী কাজ করতে চায়। সুতরাং আমাদের জন্যে এ এক দারুণ পার্টনারশিপ। আমরা একগুচ্ছ অত্যন্ত প্রতিভাবান শিল্পীর সঙ্গে কাজ করেছি এটা নিশ্চিত করতে যে আমরা যেন এমন একটা সম্ভার তৈরি করতে পারি যা পদে পদে গর্বিত করে এবং নতুন কথাবার্তার জন্ম দেয়। আমরা স্বাধীনতা দিবস উদযাপন করার এর চেয়ে ভাল কোনো উপায় খুঁজে পেতাম না।"

জাস্টডায়ালের পরিষেবা থেকে উপকৃত হচ্ছে হুগলির এমএসএমই

হুগলি: জাস্টডায়াল পশ্চিমবঙ্গের হুগলিতে ছোট ব্যবসাগুলিকে ডিজিটাল সমাধান প্রদান করে তাদের বৃদ্ধিতে সাহায্য করছে। জেলায় অনেক এমএসএমই (মাইক্রো, স্মল, এবং মিডিয়াম এন্টারপ্রাইজ) রয়েছে যারা জাস্টডায়ালের পরিষেবা থেকে উপকৃত হচ্ছে।সন্দীপ মল্লিক, দীপঙ্কর গুইন, সৌরভ খারা এবং সন্তোষ রাও-এর মতো ব্যবসায়ীরা জাস্টডায়াল ব্যবহার করার পরে তাদের ব্যবসায় উল্লেখযোগ্য বৃদ্ধি প্রত্যক্ষ করেছেন। তারা জেনুইন লিড বৃদ্ধি, উন্নত মানের লিড এবং গ্রাহক বেস বৃদ্ধির রিপোর্ট করেছে। জাস্টডায়াল বিভিন্ন প্যাকেজ এবং বিপণন সমাধান অফার করে যা ব্যবসাগুলিকে তাদের লক্ষ্য অর্জনে সহায়তা করে। প্ল্যাটফর্মটি শুধুমাত্র স্থানীয়ভাবে নয় বরং বিভিন্ন অঞ্চলের গ্রাহকদের সঙ্গে ব্যবসাকে সংযুক্ত করে, যা এমএসএমই-এর কাছে একটি অপরিহার্য হাতিয়ার হয়ে উঠেছে।হুগলি জেলা শিল্প ও কৃষিক্ষেত্রের পাশাপাশি ঐতিহ্যবাহী হস্তশিল্পের জন্য পরিচিত। জাস্টডায়াল এই প্রবৃদ্ধিতে স্থানীয় ব্যবসায়িকদের ডিজিটাল মার্কেটপ্লেসে নেভিগেট করতে সাহায্য করে এবং তাদের পূর্ণ সম্ভাবনায় পৌঁছাতে সহায়তা করে। আনুমানিক ৬৭ হাজার উদ্যম-রেজিস্টার্ড এমএসএমই সহ, হুগলি উদ্যোক্তাদের একটি কেন্দ্রস্থল হয়ে উঠেছে। জাস্টডায়াল ডিজিটাল ওয়ার্ল্ডে সফল হওয়ার জন্য তাদের সরঞ্জাম সরবরাহ করে এবং এই ব্যবসাগুলির ক্ষমতায়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে।সামগ্রিকভাবে, জাস্টডায়ালের প্রভাব হুগলির বিভিন্ন শিল্পে স্পষ্ট, যা ব্যবসাগুলিকে লিড তৈরি করতে, শক্তিশালী বাজারে তাদের উপস্থিতি প্রতিষ্ঠা করতে এবং তাদের গ্রাহক বেস বাড়াতে সাহায্য করে।

দাদ সম্পর্কিত সচেতনতা বাড়াতে জিএসকে-এর নতুন পদক্ষেপ

দুর্গাপুর: জিএসকে, চিকেনপক্স এবং দাদ-এর মধ্যে বৈজ্ঞানিক যোগসূত্র ব্যাখ্যা করে, অভিনেতা অমিতাভ বচ্চন এবং মনোজ পাহওয়াকে একত্রিত করে দাদ সম্পর্কিত সচেতনতা বাড়াতে একটি প্রচারাভিযান চালু করেছে। ক্যাম্পেইনটি ডায়াবেটিস রোগীদের মধ্যে দাদ-এর ক্রমশ বেড়ে চলা সংবেদনশীল যন্ত্রনার কথা প্রকাশ করে বন্ধুদের মধ্যে দৈনন্দিন আলোচনার প্রেক্ষাপট ব্যবহার করেছে। ক্যাম্পেইনটি ইউটিউব, গুগল ডিসপ্লে, মেটা, ওটিটি প্ল্যাটফর্ম, পেটিএম, গুগল পে এবং টিভি চ্যানেল সহ বিভিন্ন প্ল্যাটফর্মে লঞ্চ করা হবে। এটি জনপ্রিয় টিভি কুইজ শো কৌন বনেগা ক্রোড়পতির সাথেও একটি অংশীদারিত্বও প্রদর্শন করবে, যা হিন্দি এবং আঞ্চলিক ভাষায় বিভিন্ন ধরণের বিনোদন এবং সংবাদে প্রদর্শিত হবে। প্রধানত, স্নায়ুতে লুকিয়ে থাকা চিকেনপক্স ভাইরাসের পুনঃসক্রিয়তার কারণেই দাদ হয়ে থাকে। চিকেনপক্স এবং ডায়াবেটিসের আক্রান্ত ব্যক্তিদের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা দুর্বল হওয়ার কারণে দাদ পুনরায় সক্রিয় হওয়ার সম্ভাবনা অনেকটাই বেড়ে যায়। অন্যদের তুলনায় এই ব্যক্তিদের দাদ হওয়ার ঝুঁকি ৪০% বেশি। প্রচারণা সম্পর্কে মন্তব্য করে মনোজ পাহওয়া বলেন, "আমি এমন একটি বয়সের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছি, যেটি দাদে আক্রান্ত হওয়ার জন্য সবচেয়ে সংবেদনশীল সময়, এবং জিএসকে-এর এই বিষয়ে প্রচারণার কারণে আমি এই বেদনাদায়ক রোগ সম্পর্কে আরো জানতে পেরেছি। এই সচেতনতা প্রচারণার অংশ হতে পেরে আমি সত্যই আনন্দিত।" তিনি আরও যোগ করে জানিয়েছেন, "আমার মতে, ৫০ বছরের অধিক ব্যক্তিদের দাদ সম্পর্কিত ঝুঁকির জন্য অবশ্যই ডাক্তারদের পরামর্শ নেওয়া উচিত।"

উজ্জীবন স্মল ফাইন্যান্স ব্যাঙ্কের নতুন ঘোষণা

কলকাতা: উজ্জীবন স্মল ফাইন্যান্স ব্যাঙ্ক (উজ্জীবন এসএফবি), শীর্ষস্থানীয় স্মল ফাইন্যান্স ব্যাঙ্ক, 'দ্য সাউন্ড অফ উজ্জীবন' শিরোনামে তার সোনিক ব্র্যান্ড আইডেন্টিটি প্রকাশিত করেছে। ব্যাঙ্ক, এই আইডেন্টিটির কৌশলগত ব্যবহারের মাধ্যমে গ্রাহকদের সাথে তার সংযোগ আরো শক্তিশালী করবে। সোনিক আইডেন্টিটির কেন্দ্রবিন্দুতে রয়েছে উজ্জীবনের সোনিক লোগো, যা বিশ্বাস এবং অগ্রগতির প্রতিফলন। আনমিউট, একটি স্ক্যান্ডিনেভিয়ান সোনিক ব্র্যান্ডিং এজেন্সি, উজ্জীবন ব্যাঙ্কের জন্য একটি নতুন সোনিক পরিচয় তৈরি করেছে। এর মাধ্যমে ব্যাঙ্ক তার মূল্যবান গ্রাহকদের সাথে আবেগপূর্ণ সম্পর্ক গঠন করবে। তারা 'জেনেভা ইমোশনাল মিউজিক স্কেল' মডেল ব্যবহার করেছে, এটি আবেগ বর্ণনা করার জন্য ডিজাইন করা একটি মডেল। কারণ, মানুষ সঙ্গীতের প্রতি আবেগগতভাবে প্রতিক্রিয়া জানায়। এই পদ্ধতি ব্যাঙ্কের পরিচয়ের জন্য একটি সাধারণ ভাষা তৈরি করতে সাহায্য করবে। নতুন সোনিক আইডেন্টিটি বিভিন্ন গ্রাহকের টাচপয়েন্ট যেমন ফোন ব্যাঙ্কিং, মোবাইল ব্যাঙ্কিং অ্যাপ্লিকেশন, এটিএম এবং ওয়েবসাইট জুড়ে একত্রিত হবে। এই বিষয়ে উজ্জীবন স্মল ফাইন্যান্স ব্যাঙ্কের নির্বাহী পরিচালক মিসেস ক্যারল ফুর্তাদো জানিয়েছেন, "উজ্জীবন স্মল ফাইন্যান্স ব্যাঙ্ক সমস্ত টাচপয়েন্ট জুড়ে গ্রাহকদের অভিজ্ঞতা বাড়ানোর জন্য ক্রমাগত কাজ করে যাচ্ছে। এই সম্পর্ককে আরও গভীর করতে, 'দ্য সাউন্ড অফ উজ্জীবন' একটি শক্তিশালী ব্র্যান্ড রিকল তৈরি করার আন্তরিক প্রচেষ্টা। এর লক্ষ্য হল শক্তিশালী ব্র্যান্ড রিকল তৈরি করা এবং লক্ষ লক্ষ গ্রাহকদের সাথে তার সম্পর্ক গড়ে তোলা।"

দাম বাড়ল চালের, হানা ভাতের থালায়

নিজস্ব সংবাদদাতা, কোচবিহার: আনাজ-আলুর দাম আকাশছোঁয়া। ডাল শস্যের দাম বেড়েছিল আগেই। এবারে বাড়ল চালের দাম। পাঁচিশ কেজির বস্তায় চালের দাম বেড়েছে পঞ্চাশ থেকে একশো টাকা। কোনও চালে কেজি প্রতি দুই টাকা, কেজি প্রতি ৩ টাকা বেড়েছে। তা নিয়ে ক্ষোভ বাড়ছে সাধারণ মানুষদের মধ্যে। অনেকেরই বক্তব্য, "এমনিতেই রান্নাঘর দিনকে দিন অগ্নিমূল্য হয়ে রয়েছে। এবার তো হাড়িতেও হাত পুড়ছে। মূল্যবৃদ্ধিতে লাগাম টানা অত্যন্ত জরুরি।" কোচবিহার জেলা প্রশাসনের এক আধিকারিক বলেন, "সব চালের দাম বাড়েনি। নির্দিষ্ট একটি চালের দাম বেড়েছে তা নজরে রয়েছে।" ব্যবসায়ীরা জানিয়েছেন, উত্তরপ্রদেশ থেকে 'কাটারি' নামের একটি চালের ব্যাপক চাহিদা রয়েছে রাজ্যের বাজারে। ওই চালের যোগান কমে গিয়েছে। কারণ, ওই চালের উৎপাদন এবারে ভালো হয়নি। এছাড়া ওই চালের ব্যাপক চাহিদা তৈরি হয়েছে দক্ষিণ ভারত ও নেপালে। সেখানে চাল পাঠানো হয়েছে। তাতেই পশ্চিমবঙ্গের ভাড়ারে টানা পড়েছে। চালের এক পাইকারি ব্যবসায়ী বলেন, "যোগান অনুযায়ী কাটারি মিলছে না তাই দাম একটু বেড়েছে।" দিনহাটা মহকুমা ব্যবসায়ী সমিতির সম্পাদক রানা গোস্বামী অবশ্য জানান, এবারে গোটা দেশেই চালের উৎপাদন কম। তিনি বলেন, "বাজারে ৪৫ থেকে ৬৫ টাকার মধ্যে যে চাল রয়েছে তার দাম মূলত বেড়েছে। ওই চাল মূলত মধ্যবিত্ত ও নিম্ন মধ্যবিত্তের হাঁড়িতে দেখা যায়। বর্ষার সময় এমনিতেই চালের একটু টান পড়ে যায়। তারপরেও আমরা প্রশাসনের বাজারে নজর রাখা উচিত। কি কারণে দাম বাড়ছে জেনে ব্যবস্থা নেওয়া উচিত।" কোচবিহারে প্রচুর পরিমান ধান উৎপাদন হয়। কৃষি দফতর সূত্রে জানা গিয়েছে, কোচবিহার জেলায় ২ লক্ষ দশ হাজার হেক্টরের উপরে আমন ধান চাষ হয়। এছাড়াও চল্লিশ হাজার হেক্টরের মতো বোরো ধান চাষ হয়। সেই ধানের একটি অংশ সরকার কিনে নিজেদের কাছে রাখে। তার বাইরে বাকিটা খোলা বাজারে বিক্রি হয়। ওই ধান থেকে যে চাল হয় তা স্বর্ণ বা বোরো নামে পরিচিত। বাজারে দেশি চাল হিসেবেও বিক্রি হয়। যার দাম নিয়ন্ত্রণে আছে বলেই দাবি ব্যবসায়ীদের।

পুরনো অভিযোগ নিয়ে সরগরম কোচবিহার

নিজস্ব সংবাদদাতা, কোচবিহার: আরজিকরের ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে এবারে বহু বছর আগে কোচবিহারের এক নার্স মৃত্যুর ঘটনা নিয়ে চাপানউতোর শুরু হয়েছে। ওই ঘটনা নিয়ে তৃণমূলের রাজ্য মুখপাত্র পার্থপ্রতিম রায় ফেসবুকে লিখেছেন, "আজ যখন আমরা কোচবিহারে আরজিকরের কাদম্বনী বা তিলোত্তমার জন্য পথে নামব তখন একবার অন্তঃপক্ষে যাতে স্মরণ করি ১৯৮২ সালে কোচবিহারেই ঘটে যাওয়া নার্স অভয়া দত্তের (কাল্পনিক নাম) উপর ঘটে যাওয়া সেই পাশবিক ঘটনা। অন্ততপক্ষে বামপন্থী ছাত্র যুব নেতারা অবশ্যই স্মরণ করবেন। যদি জানা না থাকে তাহলে আপনাদের বড় নেতাদের কাছে ঘটনার কথাটা জেনে নেবেন।"

১৯৮২ সালে কোচবিহারও এমন এক বিভৎস ঘটনার সাক্ষী থেকেছে। ওই বছর কোচবিহার এমজেএন মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালের (তৎকালিন কোচবিহার এমজেএন হাসপাতাল এক স্টাফ নার্সকে ধর্ষণ করে খুনের অভিযোগ উঠেছিল। সেই ঘটনার মূল অভিযুক্তরা আজও অধরা বলেই অভিযোগ। আরজিকরের ঘটনাটি আবার নতুন করে সামনে এনেছে সে কথা। সেদিনের ঘটনায় দোষীদের শাস্তির দাবিতে কোচবিহার নতুন করে দাবি উঠতে শুরু করেছে। ওই নার্স কোচবিহার শহরে একটি বাড়িতে একাই ভাড়া থাকতেন। ১৯৮২ সালে এক ঝড়-বৃষ্টির রাতে তাঁকে গণধর্ষণের অভিযোগ ওঠে। ঘটনার পর এলাকার কয়েকজন তরুণ তাঁকে হাসপাতালে নিয়ে যান। ওই নার্স পরে মারা যান। সেই সময় কোচবিহার ক্ষোভে গর্জে উঠেছিল। বামফ্রন্ট সেই সময় রাজ্যের ক্ষমতায়। ওই ঘটনায় অভিযুক্তরা শাসকদল ঘনিষ্ঠ ছিল বলে অভিযোগ। বিষয়টি নিয়ে সেই সময় রাজনৈতিকভাবে বেশ জলঘোলা হয়। বিরোধীদের দাবি, ওই নৃশংস ঘটনার প্রতিবাদে তাঁরা আন্দোলনে নেমেছিলেন। কিন্তু অভিযুক্তরা সিপিএম ঘনিষ্ঠ হওয়ায় তাদের গ্রেফতার করা যায়নি। তৃণমূল কংগ্রেসের রাজ্য সহ সভাপতি রবীন্দ্রনাথ ঘোষ বলেন, 'ওই নার্সকে গণধর্ষণ করে খুন করা হয়েছিল। আমরা আন্দোলনও করেছিলাম। কিন্তু সেইসময় সিপিএমের এতটাই প্রভাব ছিল যে পুলিশ মূল অভিযুক্তদের গ্রেফতার করেনি।' সিপিএমের দাবি, আরজিকরের ঘটনা ধামাচাপা দিতেই তৃণমূল কোচবিহারের পুরোনো কাসুন্দি ঘাটছে। সিপিএমের কোচবিহার জেলা সম্পাদক অনন্ত রায়ের কথায়, "সিপিএম কখনোই পুলিশের ওপর প্রভাব খাটাত না। কিন্তু পুলিশ এখন তৃণমূলের দলদাসে পরিণত হয়েছে। গোটা রাজ্যে মহিলাদের কোনও নিরাপত্তাই নেই।"

অস্থায়ীভাবে বন্ধ নকশালবাড়ি গ্রামীন হাসপাতালের ন্যায্য মূল্যের ওষুধ সেবাকেন্দ্র

নিজস্ব সংবাদদাতা, শিলিগুড়ি: নকশালবাড়ি গ্রামীণ হাসপাতালের ন্যায্যমূল্যের ঔষধ সেবাকেন্দ্র অস্থায়ীভাবে বন্ধ হলো। নোটিশ ঝুলিয়ে পরিষেবা বন্ধ করার ঘোষণা দোকানের সামনে! পরিষেবা বন্ধ হতেই সমস্যায় রোগী ও রোগীর পরিজনেরা। ঔষধ নিতে এসে ঘুরে যেতে হচ্ছে সকলকেই। ২০১৪ সালে মুখ্যমন্ত্রীর হাত ধরে এই ন্যায্যমূল্যের ঔষধ সেবাকেন্দ্রের উদ্বোধন হয়। ৬০ শতাংশ কম দামে ঔষধ পাওয়া যেত, পরিষেবা বন্ধ হওয়ায় অসুবিধা বাড়বে মত সকলের! দ্রুত এই সেবা চালু করার দাবি জানান রোগীর পরিজনেরা। তবে টেন্ডার শেষ হওয়ার জন্য এই পরিষেবা বন্ধ রয়েছে। আশা করছি দ্রুত সমাধান হবে এবং ন্যায্যমূল্যের ঔষধ সেবা কেন্দ্র চালু হবে টেলিফোনে জানান নকশালবাড়ি ব্লক স্বাস্থ্য আধিকারিক ডঃ কুন্তল ঘোষ।

ভিনরাজ্যে আলু পাঠানোর দাবি নিয়ে পথে বিজেপির কিষাণ মোর্চা

নিজস্ব সংবাদদাতা, কোচবিহার: ভিনরাজ্যে আলু পাঠানোর অনুমতির দাবি তুলল এবারে বিজেপি। ১৩ অগাস্ট মঙ্গলবার ওই দাবিতে আন্দোলনে নামে বিজেপির কিষাণ মোর্চা। সংগঠনের পক্ষ থেকে জেলাশাসকের দফতরে স্মারকলিপি দেওয়া হয়। পাঁচ দফা দাবির ভিত্তিতে ওই আন্দোলন হয়। তার মধ্যে প্রথম দাবি, হয় আলু সহায়ক মূল্যে কিনতে হবে, নতুবা আলু ভিনরাজ্যে পাঠানোর উপরে যে নিষেধাজ্ঞা দেওয়া হয়েছে তা প্রত্যাহার করতে হবে। এছাড়াও সারের কালোবাজারি বন্ধ, সহায়ক মূল্যে পাট কেনার মতো দাবিও করা হয়। মাস খানেক আগে ভিনরাজ্যে আলু পাঠানোর উপরে নিষেধাজ্ঞা জারি করে সরকার। সেই সময় প্রশ্ন তোলা হয়েছিল, স্থানীয় বাজারে যেখানে আলুর দাম আকাশছোঁয়া সেখানে ভিনরাজ্যে আলু কেন পাঠানো হচ্ছে। কৃষক ও ব্যবসায়ীরা অবশ্য দাবি করেছিলেন, ভিনরাজ্যে আলু না পাঠালে তাঁদের লোকসানের মুখে পড়তে হবে। বিজেপির কিষাণ মোর্চার কোচবিহার জেলা সভাপতি মুরারী রায় বলেন, "কৃষকরা কোনও ভাবে ক্ষতির মুখে পড়ুক তা আমরা চাই না। আমরা চাই সরকার কৃষকদের কাছ থেকে সহায়ক মূল্যে কিনুক নতুবা ভিনরাজ্যে পাঠানোর ক্ষেত্রে ছাড় দেওয়া হোক। সেই সঙ্গে সারের কালোবাজারি বন্ধেও উদ্যোগ নেওয়া প্রয়োজন। পাট চাষিরাও সমস্যায় রয়েছে। তাদের কাছ থেকেও সহায়ক মূল্যে পাট কেনার দাবি করা হয়েছে।" প্রশাসনের পক্ষ থেকে অবশ্য জানানো হয়েছে, উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ যেভাবে নির্দেশ দেবে সেভাবেই তারা কাজ করবে। এই বিষয়ে স্থানীয় ভাবে কিছু করণীয় নেই। ব্যবসায়ীদের কাছেই জানা গিয়েছে, অসমে আলুর ব্যাপক চাহিদা রয়েছে। শুধু পশ্চিমবঙ্গ নয়, বিহার ও উত্তরপ্রদেশ থেকেও প্রতিদিন আলু অসমে পাঠানো হয়। অসমে পাইকারি বাজারে আলুর দাম কেজি প্রতি ৩২ টাকা। খুচরো বাজারে তা ৩৮ থেকে ৪০ টাকা। স্বাভাবিকভাবেই আলু পাঠাতে পারলে বড় অংকের লাভের মুখ দেখেন ব্যবসায়ীরা। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গের একাধিক বাজারে আলুর দাম বেড়ে যাওয়ায় এবারে কড়াকড়ি অবস্থান নেয় রাজ্য সরকার। কোচবিহার থেকে শুরু করে মালদহ বা কলকাতা পর্যন্ত একাধিক বাজারে আলুর দাম কেজি প্রতি ৩০ থেকে ৩৫ টাকায় পৌঁছে যায়। রাজ্য সরকার স্থানীয় বাজারে আলুর দাম নিয়ন্ত্রণে রাখতে ভিনরাজ্যে আলু পাঠানোর উপরে নিষেধাজ্ঞা জারি করে। তারপরেই কৃষকরা পথে নেমে আন্দোলন শুরু করেছে। কোচবিহারে দফায় পথ অবরোধ ও মিছিলও করেছেন কৃষকরা। এবারে বিজেপির কৃষক সংগঠনও পথে নামে কৃষকদের পক্ষে আওয়াজ তুলতে শুরু করেছে।

আরজিকরের ঘটনার প্রতিবাদে কর্মবিরতি চিকিৎসকদের, দুর্ভোগে রোগীরা

নিজস্ব সংবাদদাতা, কোচবিহার: বর্হিবিভাগে চিকিৎসকের সংখ্যা হাতে গোনা। একাধিক বিভাগে রোগীরা দাঁড়িয়ে থাকলে চিকিৎসকের দেখা নেই। চিকিৎসক আসবেন কি না, সেটাও কেউ স্পষ্ট করে বলতে পাচ্ছে না। ১৪ অগাস্ট আরজিকর কান্ডের প্রতিবাদে চিকিৎসকদের একাধিক সংগঠনের পক্ষে কর্মবিরতির ডাক দেওয়া হয়। আর তার জেরে কোচবিহার এমজেএন মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালের বর্হিবিভাগে গিয়ে দুর্ভোগে পড়তে হয়েছে সাধারণ মানুষকে। কোচবিহার এমজেএন মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালের এমএসভিপি রাজীব প্রসাদ বলেন, "এদিন চিকিৎসকদের সংগঠনের তরফে গোটা রাজ্য জুড়েই আন্দোলনের ডাক দেওয়া হয়েছিল। আমরা কাউকে কোনও নির্দেশ দেয়নি।" আর পাঁচটি দিনের মতো এদিন সকাল থেকেই ভিড় উপচে পড়েছিল কোচবিহার এমজেএন মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে। কেউ ৩০ কিলোমিটার দূর থেকে এসেছিলেন, কেউ ৫০ কিলোমিটার দূর থেকে। চিকিৎসক না পেয়ে ঘুরে গিয়েছেন অনেকেই। কয়েকজন রোগী বলেন, "বর্হিবিভাগ থেকে টিকিট নিয়ে গিয়ে দেখি চিকিৎসক নেই। কখন চিকিৎসক আসবেন সেটাও কেউ বলতে পাচ্ছেন না। এসব বিষয়ে আগে থেকে জানালে ভালো হয়। এমনভাবে আমাদের হয়রানি করার মানে কি?" মোয়ামারি থেকে দেড় বছরের নাতিকে চোখের চিকিৎসক দেখবেন বলে বর্হিবিভাগে গিয়েছিলেন আমিনা বিবি। তিনি বলেন, "এর আগেও আমরা ঘুরে গিয়েছি। আজও ঘুরতে হবে।" বলরামপুর থেকে হাসপাতালে গিয়েছিলেন নরেন বর্মণ। তাঁর কথায়, "নানা অসুস্থতা নিয়ে এসেছি। এসে দেখছি চিকিৎসক নেই।" অভিযোগ, এদিন চক্ষু রোগ বিশেষজ্ঞ, নাক-কান-গলা, প্রসুতি এবং শিশু বিভাগে চিকিৎসক বসেননি। হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ অবশ্য দাবি করেছেন, দুটি বিভাগে সমস্যা হয়েছিল। এমন অবস্থার মধ্যে মেডিক্যাল কলেজ পরিদর্শনে গিয়েছিলেন রোগী কল্যাণ সমিতির চেয়ারম্যান পার্থপ্রতিম রায়। তিনি রোগীদের সঙ্গে কথা বলেন। হাসপাতালের বিভিন্ন দায়িত্বে থাকা কর্মী ও আধিকারিকদের সঙ্গে কথা বলেন। পরে তিনি আমিনুল ইসলাম নামে নয়ারহাটের এক প্রতিবন্ধী যুবককে চিকিৎসার ব্যবস্থা করে দেন। তিনি বলেন, "পরিস্থিতি যতটা সম্ভব স্বাভাবিক রাখা হয়েছে।"

স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক ও মুদ্রক সন্দীপন পণ্ডিত কর্তৃক ডাওয়াগুড়ি, কলেরপার, জেলাঃ কোচবিহার, পশ্চিমবঙ্গ, ডাক সূচক- ৭৩৬১৫৬ থেকে প্রকাশিত এবং জনবার্তা প্রিন্টিং প্রেস, দক্ষিণ খাগরাবাড়ী, জেলাঃ কোচবিহার, পশ্চিমবঙ্গ, ডাক সূচক- ৭৩৬১০১ থেকে মুদ্রিত। ● সম্পাদকঃ সন্দীপন পণ্ডিত ● Printed, Published and Owned by Sandipan Pandit and Printed at 'Janabarta' Printing Press, Dakshin Khagarbari, District: Cooch Behar, West Bengal, PIN Code: 736101 and Published at Dawaguri, Kolerpar, Dist.: Cooch Behar, West Bengal, PIN Code – 736156 Editor : Sandipan Pandit, Tele-Fax : 0353-2431015 Website : www.purbottar.in, e-mail : contact@purbottar.in RNI No.: 71057/96